

বাংলাদেশে তামাক চাষ সম্প্রসারণে
তামাক কোম্পানির আগ্রাসন ও কট্টকৌশল

**Tobacco Companies' Aggression and Ill Tactics
to Boom Tobacco Cultivation in Bangladesh**



PROGGA Knowledge for Progress

House 6 (3rd Floor), Main Road 3, Block A, Section 11, Mirpur, Dhaka

E-mail: progga.bd@gmail.com; info@progga.org

Tel: +880-2-9005553; Fax: +880-2-8060751

Skype ID: progga.bd; URL: www.progga.org

ভূমিকা

তামাকচাষ নিরুৎসাহিতকরণে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন নীতিমালা নেই। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু নির্দেশনা যেমন: বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তামাকচাষে ঋণ প্রদান বন্ধ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন, তামাকচাষে ভর্তুকি মূল্যের সার ব্যবহার বন্ধে কৃষিমন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞা এবং কৃষিসম্প্রসারণ বিভাগ কর্তৃক তামাকচাষ নিরুৎসাহিতকরণে ছোট-খাটো কিছু উদ্যোগ প্রভৃতি থাকলেও দুর্বল তদারকি এবং তামাক কোম্পানির শক্তিশালী হস্তক্ষেপের কারণে এসব প্রচেষ্টা থেকে তেমন কোন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। বরং তামাকচাষ ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলছে। অন্যদিকে তামাকচাষের ক্ষয়ক্ষতি তুলে ধরে গণমাধ্যম ও তামাকবিরোধী সংগঠনগুলো তামাকচাষ নিরুৎসাহিতকরণে একটি সামগ্রিক নীতিমালা গ্রহণ ও তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ দাবি জানিয়ে আসলেও কর্তৃপক্ষের খুব একটা টনক নড়ছে না। এপ্রিল ২০১৩ তে পাশ হওয়া সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে তামাকচাষ নিরুৎসাহিতকরণ সংক্রান্ত একটি ধারা সংযোজিত হলেও নীতিমালার অভাবে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। উল্লেখ্য, আইনের ১২ নং ধারায় বলা হয়েছে “তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও উহার ব্যবহার ক্রমাগত নিরুৎসাহিত করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ, এবং তামাকজাত সামগ্রীর শিল্প স্থাপন, তামাক জাতীয় ফসল উৎপাদন ও চাষ নিরুৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে”। তামাকচাষ রোধে কোন নীতিমালা না থাকায় বিগত কয়েক দশকে অরক্ষিত কৃষকদের ব্যবহার করে তামাক কোম্পানিগুলো আগ্রাসীভাবে তামাকচাষ বাড়িয়ে চলেছে। সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগও অনেকটা হাতগুটিয়ে বসে রয়েছে, যেন তাদের কিছু করার নেই। ফলে সারা দেশে এই বিষাক্ত ফসলের আবাদ আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গোটা অর্থনীতি বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য, বনজসম্পদ, পরিবেশ- প্রতিবেশ, মাটির স্বাস্থ্য প্রভৃতি পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছে।

Introduction

Having no policy to regulate tobacco cultivation in Bangladesh, the minor office orders such as decision to stop loan facilities in tobacco farming by Bangladesh Bank, ban on using subsidized fertiliser in tobacco farming by the Agricultural Ministry and some other disjointed initiatives by the Department of Agriculture Expansion (DAE) etc. are almost of no use. Weak monitoring system and strong interferences by the tobacco companies is increasing tobacco farming shockingly in Bangladesh. On the other side, the anti-tobacco advocates and mass media have long been demanding overall policies discouraging tobacco farming by pointing out the damages caused by it. However, the respective authority appears to turn deaf ear to the claims. Although a section has been added on the amended tobacco control law that was passed in April 2013 to discourage tobacco farming, the Section cannot be implied for the want of necessary guidelines. It is notable that the Section 12 of the amended tobacco control law says, “The government shall make necessary guidelines to promote for discouragement of producing and using tobacco products, and discouragement to set up industry of tobacco and tobacco related products, discouragement of producing tobacco related produces and farming”. Since there is no tobacco cultivation regulating guidelines available, the tobacco companies have expanded tobacco plantations aggressively. The DAE has also been inactive with the stance that they have nothing to do in this case. Consequently, farming of the lethal crop has shockingly been expanded across



সাম্প্রতিক তামাকচাষ পরিস্থিতি

বাংলাদেশে গৃহস্থালি ভিত্তিক তামাক উৎপাদনের ইতিহাস অনেক পুরনো হলেও কোম্পানির প্রণোদনায় বাণিজ্যিকভাবে তামাক উৎপাদনের ইতিহাস খুব বেশি পুরনো নয়। বাংলাদেশে তামাক শিল্পের যান্ত্রিকীকরণের হাত ধরেই ক্রমান্বয়ে বাণিজ্যিকভাবে তামাকচাষ শুরু। মূলত ৬০ এর দশক থেকে তামাক কোম্পানিগুলোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদেই তামাকচাষের সম্প্রসারণ শুরু। পরবর্তী কয়েক দশক তামাক কোম্পানির অব্যাহত আগ্রাসনে তামাকচাষ আজকের এই ভয়াবহ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) সূত্রানুযায়ী দেশে চলতি (২০১৪) মৌসুমে ১০৮,০০০ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়েছে, গত (২০১৩) মৌসুমে যা ছিল ৭০,০০০ হেক্টর। অর্থাৎ চলতি মৌসুমে ৩৮,০০০ হেক্টর নতুন জমি তামাক চাষে যুক্ত হয়েছে। তবে, তামাকচাষের এ পরিসংখ্যান পূর্ণাঙ্গ নয়। কেবল তামাকচাষের হটস্পট বা ঘাঁটিগুলোয় (কুষ্টিয়া ৪০ হাজার হে., বান্দরবান ২৬ হাজার হে., লালমনিরহাট ও নীলফামারী ৩০ হাজার হে. এবং রংপুর ১০ হাজার হে.) আবাদকৃত জমি নিয়ে এই হিসাব তৈরি করা হয়েছে। আবাদি জমির পরিমাণ নিয়েও রয়েছে বিভ্রান্তি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কম দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, নাটোর (চলনবিল), নড়াইল, যশোর ও পার্বত্য জেলাসহ বেশকিছু এলাকায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জমিতে তামাকচাষ হলেও তা উক্ত হিসাবে যুক্ত করা হয়নি। সুতরাং সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সব তামাকের জমির পরিমাণ সঠিকভাবে হিসেব করলে তা ১ লক্ষ ৮ হাজার হেক্টর এর অনেক বেশি হবে। তবে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে সঠিক পরিসংখ্যান না থাকায় তামাক চাষের ব্যাপ্তি এবং ক্রমবর্ধমানতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। মিডিয়া বা পত্র-পত্রিকার খবরাখবর থেকে যতটা জানা যায়, স্থানীয় কৃষিবিভাগের সাথে বড় বড় তামাক কোম্পানির সখ্যভাব থাকায় তামাকচাষে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ সবসময়ই কম দেখানোর প্রচেষ্টা থাকে। কিন্তু তথ্য যতই অপরিপূর্ণ হোক না কেন অথবা তামাক কোম্পানি যতই অপপ্রচেষ্টা চালাক না কেন বিদ্যমান তথ্যানুসারেই তামাকচাষ বৃদ্ধির ক্রমবর্ধমানতা স্পষ্ট বুঝা যায়। বিবিএস (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো) এর তথ্যানুসারে ২০০৬-০৭ সালে দেশে তামাক চাষের মোট জমি ও উৎপাদিত তামাকের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩০,৬৯৯.৪৫ হেক্টর ও ৩৯,১৮০ মে. টন এবং ২০১০-১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৮,৮৬৭.৪১ হেক্টর ও ৭৯,২৩৪ মে. টন। অর্থাৎ ৪ বছরের ব্যবধানে তামাক চাষের জমি ও উৎপাদন উভয়ই বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। এবং ২০১০-১১ (৪৮,৮৬৭.৪১ হে., বিবিএস) সালের তুলনায় ২০১৪ সালে (১০৮,০০০ হেক্টর, ডিএই) অর্থাৎ ৩ বছরের ব্যবধানে তামাক চাষ বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। তাছাড়া বিগত কয়েক বছর যাবত তামাক রপ্তানির ক্রমবর্ধমান প্রবণতাও স্পষ্ট বলে দেয় দেশব্যাপী তামাকচাষ ব্যাপক হারে বাড়ছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী ২০০৫-০৬ অর্থবছরে তামাক থেকে মোট রপ্তানি আয়

the country. The entire economy, especially food security, public health, forest resources, ecology, environment, land fertility etc. is rapidly deteriorating.

Recent Trends of Tobacco Cultivation

Although the history of household level tobacco cultivation in Bangladesh is very old, but commercial tobacco farming with the inspiration of the tobacco companies is a recent phenomenon. Commercial production of tobacco products began gradually with the mechanizations of the tobacco industry. Basically tobacco expansion started from the 60s with direct and indirect motivations of the tobacco companies. It reaches to the current level due to the continuous aggression of the companies during the last couple of decades.

Following the DAE, in the current season (2014) tobacco has been grown on 108,000 hectares of lands, whereas it was 70,000 hectares in the last season (2013). It indicates that extra 38,000 hectares of lands have been used in the current tobacco farming season. However, the statistics is incomplete and been formed after the lands only used in the hotspots (Kushtia 40,000 hectares, Bandarban 26,000 hectares, Nilphamari and Lalmonirhat 30,000 hectares and 10,000 hectares in Rangour district). Moreover, there are some doubts about the amount of lands used in tobacco farming as the land quantity has been falsified in most of the places. On the other hand, Manikganj, Tangail, Faridpur, Natore (Chalanbil), Narail, Jessore and some parts of the Hill Tracts have also been used for tobacco farming but are excluded in the list. So, it appears that if all the tobacco farming lands across the country are accumulated, undoubtedly it will exceed 108,000 hectares. As there is no exact public or private statistics on tobacco farming, it is almost impossible to illustrate any clear picture about the exact figure and increment rate of tobacco cultivation. The available media reports update that always there are initiatives to show the least lands used for tobacco cultivation as the tobacco companies have some 'understanding' with the local DAE officials. But despite the hide and seek, it is proved according to the existing information that tobacco farming is increasing indiscriminately. As per Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) information, in the year 2006 -07, 30,699.45 hectares of lands were used for tobacco cultivation and the produced stood 39,180 metric ton, and in 2010-11 that stood to 48,867.41 hectares and 79,234 metric ton respectively. The statistics clearly indicates that tobacco producing

ছিল মাত্র ৭০ লাখ ডলার। অথচ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মাত্র ৭ মাসে এই আয় প্রায় ৭ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৭০ লাখ ডলারে। রপ্তানি আয় বৃদ্ধির এই পরিসংখ্যানই বলে দেয় বাংলাদেশে তামাকচাষ কি হারে বাড়ছে!

যেভাবে বাড়ছে তামাকচাষ

ক্রমবর্ধমান তামাক চাষ সম্প্রসারণে বহুজাতিক ও দেশিয় তামাক কোম্পানিগুলো সারাদেশে নানাবিধ কূটকৌশল ও আত্মসন অব্যাহত রেখেছে। তবে দেশের সব জায়গায় তাদের আত্মসন চরিত্র ও কৌশল একরকম নয়। বলা যায় তারা তুলনামূলক সুবিধাতত্তে বিশ্বাসী। পার্বত্য জেলাগুলোতে কাঠের সুবিধা থাকায় সেখানে তারা চুল্লিতে কাঠ পুড়িয়ে চালাচ্ছে বন উজারের আত্মসন। আবার আত্মসন

ঢাকতে
বনায়নের
নামে প্রহসন
করছে এবং
নানা কৌশলে
পুরস্কার
আদায় করে
নিজেদের



দেশপ্রেমিক বানানোর প্রচেষ্টাও অব্যাহত রেখেছে তারা। অন্যদিকে উত্তরাঞ্চলে বন নেই তাই কাঠ পোড়ানোর আয়োজনও নেই, রোদে শুকিয়েই মূলত গুদামজাত করা হচ্ছে তামাক পাতা। তবে পরিবেশ দূষণের বেলায় থেমে নেই, কাঠ পুড়িয়ে বন ধ্বংস না করলেও স্থানীয় জ্বালানি তথা খড়-বিচুলি ব্যবহার করে এক ধরনের চুল্লি বানিয়ে তামাক পাতা শুকানোর কাজ অব্যাহত রেখেছে তামাক কোম্পানিগুলো। তবে এসব এলাকায় তাদের মূল আকর্ষণ অতি উর্বর খাদ্যশস্যের জমি। কৃষিবিভাগের সকল সুবিধা (সেচ, সার, বিদ্যুৎ) ব্যবহার করে কৃষকদের মাধ্যমে তামাকচাষ করানো এবং ক্রমান্বয়ে খাদ্য-শস্য উৎপাদনের ঘাঁটি বলে পরিচিত উত্তরবঙ্গকে তামাকচাষের ঘাঁটিতে পরিণত করা। আরও একটি বিষয় তামাক কোম্পানিগুলো বিবেচনায় নেয়, তা হলো ঐ এলাকায় যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে দরিদ্র কৃষকের বসবাস থাকে। কারণ, তারা কৃষক নিবন্ধনের নামে কার্ড প্রদান করে অল্প কিছু ধনী কৃষককে যারা ঐ এলাকায় একই সাথে প্রভাবশালী এবং যাদের চাষের জমির পরিমাণ বেশি। তামাক কোম্পানিগুলো এদের আবাদকৃত তামাক উচ্চমূল্যে কিনে নেয়া থেকে শুরু করে নানারকম লোভনীয় সুবিধা প্রদান করে, যা দেখে ঐ এলাকার ক্ষুদ্র চাষিরাও লোভে পড়ে তামাকচাষে জড়িয়ে পড়ে। এইসব প্রান্তিক ক্ষুদ্র চাষিরা তাদের আবাদে সরকারি সুবিধা (সেচ, সার ইত্যাদি) গ্রহণ করে যার চূড়ান্ত লাভ চলে যায় তামাক কোম্পানির পকেটেই। উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলার সংশ্লিষ্ট স্থানীয় লোকজনের সাথে আলাপ করে জানা গেছে রোদে শুকানো তামাক পাতা রপ্তানি করে প্রতিবছর কোম্পানিগুলো ব্যাপক মুনাফা অর্জন করছে।

তামাক চাষ সম্প্রসারণে কোম্পানিগুলো সাধারণত তামাকচাষীদের

lands and production both has doubled in four years. Comparing the year 2010-11 (48,867.41 hectares, BBS) to 2014 (108,000 hectare, DAE) it is seen that by the difference of three years, tobacco farming has been doubled as well. Besides, the export tendency of tobacco products also confirms the countrywide expansion of tobacco farming. Following the Export Promotion Bureau, tobacco export earned \$7 million as revenue in 2005-06 fiscal. However, the revenue has increased seven times more to \$407 million in seven months of 2013-14 fiscal. Only the export statistics is solely enough to indicate the alarming rate of tobacco farming of the country.

How Tobacco Cultivation Increases

Domestic and multinational tobacco companies are continuing their aggression and evil tactics to spread out tobacco farming in the country increasingly. However, the nature of aggression and tactics are not similar across the country. The tobacco companies believe in 'Comparative Advantage Theory'. Having kindling facility in the Hill tracts, they are doing aggression by cutting trees to fuel tobacco furnaces in this area. At the same time, they are mockingly planting trees and grabbing awards to prove their patriotism. On the other side, as there is no forest in the Northern parts of the country, they dry tobacco leaves under sun and store the dried leaves. But environment pollution is still found although they do not burn woods. The tobacco companies use hay and other locally available materials as fuel to dry the leaves in locally produced furnaces. They are mainly attracted to the fertile arable lands in these districts and tactfully channeling all the benefits from the DAE (like subsidized irrigation, fertiliser and electricity) to farmers for growing more tobacco and wish to turn the food croplands of Northern part into tobacco field. Regarding location selection, they usually prefer poverty stricken areas. They issue few cards to some rich and solvent farmers who are influential and have more arable lands in the areas. Then the companies buy the produced at higher price and also offer them (rich farmers) different incentives to allure the poor farmers to start tobacco farming. The marginal farmers use the facilities of the government (irrigation and fertiliser), but the tobacco companies finally reap the benefits from them. Locals of the Northern parts said that the tobacco companies gain huge profit every year by exporting the sun-dried leaves.

To expand tobacco cultivation, the companies have adopted different initiatives like providing hard cash support to the farmers, agro-inputs (such as fertiliser,



নগদ অর্থ সহায়তা, উপকরণ (সার, বিজ, কীটনাশক) সহায়তা, তামাকপাতা ক্রয়ের নিশ্চয়তা, মান নিয়ন্ত্রণে মাঠ পর্যায় তদারকি, সরকারি কৃষিক্ষণ পেতে সহায়তা ও আইপিএম ক্লাবের মাধ্যমে তামাক চাষের উন্নততর প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সরকারি সুবিধাদি (যেমন ভতকি মূল্যের সেচের পানি তামাক চাষে ব্যবহার) গ্রহণ এবং সিএসআর (কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি) প্রকল্পের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ চাষীদের সুবিধা প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমে তামাক চাষের বিস্তার ঘটছে। তবে দেশব্যাপী তামাকচাষ সম্প্রসারণে তামাক কোম্পানির অপতৎপরতা বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ কোন গবেষণা না থাকায় গণমাধ্যম ও বেসরকারি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত এবং টোব্যাকোইন্ডাস্ট্রিওয়াচবিডি টিমের সীমিত পরিসরে মাঠপর্যায়ের পর্যবেক্ষণ প্রভৃতির ভিত্তিতে বাংলাদেশে তামাকচাষ সম্প্রসারণে তামাক কোম্পানির আগ্রাসন ও কূটকৌশল সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

নগদ টাকা ও উপকরণ হিসেবে ঋণ সহায়তা

তামাক কোম্পানিগুলো দেশের বিভিন্ন এলাকার চাষীদের নানা রকম উপকরণ (যেমন: সার, বিজ ও কীটনাশক) এবং নগদ টাকা ঋণ হিসেবে প্রদানের মাধ্যমে তামাক চাষে উৎসাহিত করে থাকে। কোম্পানিগুলো বিনা মূল্যে তামাকের বিজ ও বিজতলা সংরক্ষণের জন্য পলিথিন এবং অন্যান্য ছোট-খাটো কিছু সহায়তাও দিয়ে থাকে। প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ঋণ সহায়তার নামে কোথাও কোথাও (বিশেষত পার্বত্য এলাকায়) কোম্পানি কৃষকদের দীর্ঘমেয়াদি ঋণফাদে আটকে ফেলেছে। ফলে তামাকচাষ অলাভজনক ও ক্ষতিকর জেনেও চাষিরা কোম্পানির ঋণফাদ থেকে বের হতে পারছে না। আবার কিছু কিছু এলাকায় কোম্পানি অসং

seeds, insecticides) providing, assurance to buy tobacco leaves, field level monitoring to control leaf quality, assistance on having government agri-loan, higher level training through IPM club to the farmers, arranging government facilities like subsidized irrigation in association with the DAE, providing different facilities under CSR projects to the contracted and listed farmers only etc. Since there is no comprehensive countrywide research or data found on the ill activities of the tobacco companies to expand cultivation, the ill tactics of the companies' are briefly described here based on the information collected from media, private organizations and small scale observations of Tobacco Industry Watch Team BD.

Hard Cash and Inputs as Loan

Tobacco companies induce farmers across the country by offering them different inputs like fertilizer, seeds, insecticides, and hard cash as loans. They also provide polythene and other materials to protect the tobacco seeds and seedbeds. It has been found that in the name of loan, tobacco companies have entrapped farmers into long-term debts. Therefore, knowing that tobacco farming is unprofitable, the farmers cannot get out of the loan traps. In some of the areas, they have assisted farmers to get loans from the scheduled Banks illegally.

উপায়ে তফসিলি ব্যাংক থেকে তামাক চাষীদের ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে বলেও জানা গেছে।

মান নিয়ন্ত্রণে মাঠপর্যায়ে তদারকি ও বাজারজাতকরণের নিশ্চয়তা

কোম্পানির লোকেরা তামাকের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য মাঠপর্যায়ে তদারকি ও কৃষকদের নানা প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করে। বছরের শুরুতেই প্রত্যেক তামাকচাষির কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ তামাক পাতা ক্রয়ের জন্য পতিশ্রুতি দিয়ে থাকে কোম্পানিগুলো। আবাদ শেষে কোম্পানির বেঁধে দেয়া দামে তামাকচাষিরা কোম্পানির গুদামে তামাক পৌঁছে দেয়। কোম্পানি তখন উপকরণ ও নগদ টাকা বাবদ দেওয়া ঋণের টাকা কেটে রেখে বাকি টাকা চাষিকে দিয়ে দেয়। তবে গ্রেডিং মারপ্যাঁচে (বেশি দামের তামাক কমদামি হিসেবে দেখানো) কম দাম পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন এলাকার চাষীদের মধ্যে। কিছু কিছু এলাকায় কোম্পানি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তামাক ক্রয় না করায় চাষিরা লোকসানে পড়েছে বলেও প্রমাণ রয়েছে।

আইপিএম ক্লাবের মাধ্যমে কৃষকদের উন্নত তামাক চাষের প্রশিক্ষণ

দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট বা আইপিএম ক্লাবের মাধ্যমে চাষীদেরকে উন্নত চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণের এসব কলাকৌশল কাজে লাগানো হচ্ছে তামাক চাষে। একটি পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশব্যাপী আইপিএম ক্লাবের প্রশিক্ষিত প্রায় ২ লাখ কৃষক তামাক চাষে জড়িত রয়েছে। এবং এসব আইপিএম ক্লাবের পেছনে রয়েছে দেশের বৃহৎ তামাক কোম্পানিগুলো। তামাক চাষীদের আয়ত্তে



রাখার জন্য তারা এই ক্লাবের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। ক্লাবের সাথে সম্পৃক্ত তামাক চাষিরা কোম্পানির পক্ষে প্রচারণাসহ নানাবিধ কাজ করে থাকে।

স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অফিসকে প্রভাবিত করে তামাকচাষ সম্প্রসারণ

তামাক কোম্পানিগুলো তামাক চাষে উৎসাহিত করার জন্য জেলা পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের ব্যবহার করে। পত্রিকার

Marketing Assurance and Quality Control through Field Level Monitoring

Tobacco company agents monitor fields to control tobacco leaves quality and also provide different advices to the farmers. Usually, in the beginning of a



year, the companies assure the farmers to buy a certain amount of tobacco leaves from them. After harvesting, the farmers send the leaves to the company storehouse by the pre-fixed price. Deducting the loan and price of the other materials, the company pays the remaining part of the price to the farmers. It has been alleged that that the companies exploit farmers in the name of grading (pricing higher grade leaves as lower grade) and in some areas, the companies did not buy the assured amount of leaves from the farmers that caused loss for them.

Training on Improved Tobacco Cultivation through Tobacco Farmers IPM Club Higher

Tobacco Companies are providing training to the farmers on improved tobacco cultivation by setting ‘Tobacco Farmers Integrated Pest Management Club’ across the country. A newspaper report reads that around 200,000 trained farmers are engaged into tobacco farming. Such clubs are run by giant tobacco companies in the country. To control over the tobacco farmers, they execute different inspirational activities as well through the clubs. Beside, the farmers listed with the clubs also promote the tobacco companies in different ways.

Manipulating Local DAE to Expand Tobacco Farming

To expand and inspire tobacco farming in districts, tobacco companies use the district level agricultural officials. According to the newspaper reports, the

খবরাখবর অনুযায়ী, ক্ষতিকর তামাক চাষে নিরুৎসাহিত করতে কৃষি অফিসকে তেমন কোন উদ্যোগ নিতে দেখা যায় না। উল্টো তামাক কোম্পানির আমন্ত্রণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তামাকচাষ লাভজনক এবং তামাকচাষের বিভিন্ন উপকারিতা সম্পর্কে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করেছে এসব সরকারি কর্মকর্তারা।

সিএসআর প্রকল্পের মাধ্যমে তামাকচাষ সম্প্রসারণ

তামাক কোম্পানিগুলো সিএসআর প্রকল্পের নামে বিভিন্ন এলাকার চুক্তিবদ্ধ তামাক চাষীদের সৌর বিদ্যুৎ, সুপেয় পানীয় জলের সুবিধা দিয়ে তামাক চাষে প্রলুব্ধ করে থাকে। বিভিন্ন সংবাদ প্রতিবেদনে জানা গেছে, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলার ৪টি গ্রামের ৫৭৬টি তামাক চাষি পরিবারকে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) ‘দীপ্ত’ প্রকল্পের অধীনে সৌরবিদ্যুত প্রদান করেছে। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জলের স্থাপনা তৈরির মাধ্যমেও তারা স্থানীয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে থাকে।



ভর্তিকি মূল্যের সার ও সেচসুবিধা তামাক চাষে ব্যবহার

বিভিন্ন এলাকায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য ভর্তিকি মূল্যে সরবরাহকৃত সেচের পানি তামাক চাষে ব্যবহৃত হচ্ছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিএমডিএ) বসানো গভীর নলকূপের পানি দিয়ে ধানের বদলে তামাক চাষ করা হচ্ছে। তামাক পণ্য উৎপাদনকারী কিছু প্রতিষ্ঠান তামাক চাষীদের এই সুবিধা পেতে সহায়তা করেছে। তাছাড়া কৃষি ফসল উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন এলাকায় সরকারিভাবে ডিলারের মাধ্যমে সরবরাহকৃত সার তামাক চাষে ব্যবহার করার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও উত্তরবঙ্গসহ

DAE officials are reluctant to provide any advice against tobacco farming. At times they are found participating at tobacco company events also. They also inspire the farmers by describing the usefulness of tobacco cultivation.

Tobacco Farming Expansion through CSR

Tobacco companies provide different facilities to the listed farmers in different districts like solar energy or drinking water supply. These activities aim only to allure them into tobacco farming. Different newspaper reports have disclosed that British American Tobacco Bangladesh (BATB) has provided solar power to 576 tobacco farmers of four villages in Bandarban and Khagrachharhi district under its ‘Dipto’ project. Besides, they also try to influence the local administration and other quarters by installing drinking water facility.

Subsidized Fertilizer and Irrigation for Tobacco Cultivation

In different areas, subsidized fertilizers and irrigation is being used for tobacco cultivation. Mass media reports unveil that tobacco is being cultivated with the water from deep tube-well of Varendra Multipurpose Development Authority (VMDA) that was supposed to be used for paddy cultivation. A few of the tobacco producing companies are helping the farmers to get the facility. The government distributes fertilizers for tobacco cultivation in

দেশের সর্বত্র এই সার ব্যবহার করেই চলছে তামাক উৎপাদনের কাজ।

বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কেবল তামাক কোম্পানির উল্লেখযোগ্য কিছু কৌশল বা বেশি আলোচিত কৌশলসমূহ আলোকপাত করা হলো। এছাড়া আরও অনেকভাবে তামাক কোম্পানিগুলো তামাকচাষ সম্প্রসারণ করে থাকে, সেগুলো গবেষণার মাধ্যমে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে।

তামাকচাষ ক্ষতি করছে যেভাবে

তামাক চাষের আর্থ-সামাজিক, পরিবেশ, প্রতিবেশ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ নানাবিধ ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। কিছু খারাপ প্রভাব তাৎক্ষণিকভাবে/স্বল্পমেয়াদে চোখে পড়ে আবার এমন অনেক ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে যেগুলো স্পষ্ট হতে দীর্ঘদিন সময় লাগে। বিদ্যমান তথ্যানুসারে, বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান তামাক চাষের ফলে জমির উর্বরতা নষ্ট, খাদ্য নিরাপত্তায় হুমকি, বন উজাড়, স্বাস্থ্যঝুঁকি, শিশুশ্রম, শিক্ষাসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। সংক্ষেপে এসব ক্ষয়-ক্ষতি ও প্রভাবসমূহ আলোচনা করা হলো;

তামাক চাষে কাঠ পুড়িয়ে বন উজাড়

তামাক পাতা শুকানোর কাজে দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিবছর হাজার হাজার মণ কাঠ পোড়ানো হচ্ছে তামাকচুল্লিতে। আর এসব কাঠের যোগান দিতে গিয়ে উজাড় হচ্ছে বন। একটি গবেষণা মতে, দেশের মোট বন উজাড়ের ৩০ ভাগের জন্য দায়ী এই তামাক চাষ। দৈনিক যুগান্তরে (১২ এপ্রিল, ২০১৪) প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যমতে, চলতি মৌসুমে শুধুমাত্র বান্দরবান জেলায় ৬ হাজারেরও বেশি তামাকচুল্লি নির্মাণ করা হয়েছে।

different parts of the country through dealers. Use of those fertilizers is banned in tobacco cultivation. Violating the government ban, the fertilizers are being used in tobacco cultivation in Northern and other regions.

These are some of the common techniques of the tobacco companies that have been gathered from different sources. They also use different techniques. Those need to be addressed by proper researches.

How Tobacco Cultivation Damages

Tobacco farming has different types of negative impacts including socio-economical, environmental, climatic, health, educational etc. Some of the damages are instantly identified and some need times. Currently, Bangladesh is experiencing fertility loss of lands, food insecurity, deforestation, health hazards, child labour, educational breaks etc. The damages are described in brief.

Deforestation as Woods Fuel Tobacco Ovens

Thousands of mounds of woods are being used each year to bake tobacco leaves in tobacco furnaces. Countrywide deforestation is being occurred to serve the furnaces. A study says that tobacco cultivation is 30% responsible behind the entire deforestation. Over 6,000 tobacco furnaces have been built in Bandarban district in the current season, says a report on the daily Jugantor on April 12, 2014.



খাদ্য নিরাপত্তা

দেশের ফসলি জমি তামাক কোম্পানির দখলে চলে যাচ্ছে ক্রমশ। বিগত ৬ বছরের ব্যবধানে তামাক উৎপাদনের পরিমাণ ৪০,২৪০ টন থেকে প্রায় আড়াই গুণ বেড়ে ১,০৩,৬৫০ টনে দাড়িয়েছে যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বিরাট এক হুমকি (ডেইলি নিউ এজ, ১৭ মার্চ ২০১৪)।

জমির উর্বরতা নষ্ট

তামাক চাষে মাটির ব্যাপক ক্ষতি হয়। কারণ ধানের চেয়ে তামাক চাষে তিনগুণ বেশি পরিমাণ ইউরিয়া সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। তামাক চাষের জন্য একটি জমি ২ থেকে ৩ বার ব্যবহার করা যায়। তারপর এই জমিতে আর ভাল তামাক হয় না এবং অন্যান্য ফসলের ফলনও ব্যাপকভাবে কমে যায়। বেশি পরিমাণ সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে ধীরে ধীরে মাটির স্বাস্থ্য নষ্ট হতে থাকে।

স্বাস্থ্যঝুঁকি

তামাক চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে মজুরি বেশি হওয়ায় কৃষকরা তাদের পরিবারের নারী, শিশু ও কিশোরদের ব্যবহার করে থাকে। যার ফলে দেশব্যাপী হাজার হাজার তামাকচাষি বিশেষত নারী ও শিশু-কিশোর ব্যাপক স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে জীবন যাপন করেছে। বিশেষ করে কাঁচা তামাক জ্বালিয়ে পরিশোধনের সময় যে গ্যাস বা ধোঁয়া বের হয় তা চাষিদের স্বাস্থ্যের জন্য চরম হুমকি স্বরূপ। দীর্ঘদিন তামাক চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে যুক্ত থাকার কারণে ক্যান্সারসহ পেট, বুক ও ঘাড় ব্যথা এবং অনেক নারী শ্রমিক পায়ে ব্যথা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে থাকে। পাশাপাশি শিশু-কিশোররা গ্রিন টোব্যাকো সিনড্রোম রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

শিশুশ্রম ও শিশু শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা

তামাক চাষ প্রবণ এলাকার অধিকাংশ শিশু-কিশোর তামাকচাষ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ যেমন বীজতলা থেকে তামাক চারা উত্তোলন, চারারোপণ, আগাছা পরিষ্কার, বিষ ছিটানো, পাতা পোড়ানো/ শুকানো এমনকি তামাক বাজার-জাতকরণের কাজে



Food Security

Gradually, the food croplands in the country are turning to tobacco lands. Tobacco production raised two and a half times more in the past six years from 40,240 tons to 1, 03, 650 tons which is a great threat for the country, says another report from the Daily New Age on March 17, 2014.

Losing Lands Fertility

Tobacco farming cause damages of the lands more than the food crops as it needs three times more Urea and insecticides. A land cannot be used more than twice or thrice for tobacco cultivation. Then the land neither produces a fine quality tobacco nor grows food crops in plenty. Productivity and fertility of the land reduces for using more and more fertilizers and insecticides.

Health Hazards

As payment in tobacco processing is better, tobacco



growers engage their family members including their wives and children. Consequently, thousands of such workers are under serious health hazards. Smoke emerged from burning of raw tobacco leaves to rectify is highly harmful for farmers' health. For their longer involvement with tobacco farming and processing they are affected with cancer, abdominal problems, chest and neck pain, reproductive problems and other health hazards. Besides, the children are also affected with Green Tobacco Syndrome for their involvement in tobacco processing.

Child Labour and Educational Problems

Children in tobacco farming areas are engaged into different tasks like seed collection, seedbed

সম্পৃক্ত থাকে। তামাক চাষ মৌসুমে নিয়মিত স্কুলে যেতে পারেনা তারা। অভিভাবকদের বক্তব্য- টাকা দিয়ে শ্রম কেনার সামর্থ্য না থাকায় অনেকটা নিরুপায় হয়েই শিশু-কিশোরদের এ কাজে ব্যবহার করতে হয়।

অন্যান্য ক্ষয়-ক্ষতি ও প্রভাব

দেশের বেশকিছু এলাকায় অবস্থিত নদ-নদী তীরের খাসজমিতে চলছে তামাকচাষের আত্মসন। দৈনিক বণিকবার্তায় (১ মার্চ, ২০১৪) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, চলতি মৌসুমে কক্সবাজার জেলার চারটি প্রধান নদী বাঁকখালী, মাতামুহুরী, গর্জই ও দুছড়ীর দুই তীরে অন্তত ৫০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে তামাক চাষ হয়েছে, আগে যেখানে স্থানীয় কৃষকরা সবজি চাষ করতো। এলাকাবাসীদের মতে, তামাকচাষের ফলে নদীতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ দিন দিন কমে যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যালয়ের পাশের জমিতেও চাষ হচ্ছে ক্ষতিকর এই তামাক। দৈনিক প্রথম আলোর (২ মার্চ, ২০১৪) এক ফটো ফিচারে দেখা গেছে খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় একটি বিদ্যালয়ের ভবন ঘেঁষে তামাক চাষ করা হয়েছে। তামাক ক্ষেতে কীটনাশক ছিটানোর সময় বাঁঝালো গন্ধে শ্রেণিকক্ষে বসে থাকা কঠিন। তামাকের গন্ধে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা শ্বাসকষ্টসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ক্লাস করতে পারছে না। এছাড়া দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশে তামাকপাতা পোড়ানোর জন্য নির্মাণ করা হয়েছে চুল্লি। দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় (৭ এপ্রিল, ২০১৪) প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলায় পাশাপাশি অবস্থিত দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশেপাশে ৫-১৫ ফুট দূরত্বের মধ্যে মোট ৯টি তামাকচুল্লি নির্মাণ করা হয়েছে। এ কারণে বিদ্যালয়ে পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটছে, শিক্ষার্থীরা আছে স্বাস্থ্য-ঝুঁকিতে।

nurturing, weeding, planting, insecticides spraying, leaves baking or drying and even marketing of the leaves. Therefore, they cannot go to school and the guardians are to employ their kids as they cannot buy external labours.

Other damages and impacts

Tobacco aggression is being continued in some of the river banks and fallow lands as well. A report on March 1, 2014 on the Daily Banik Barta reads that at 50 kilometers of the banks of Bankkhali, Matamuhuri, Gorjoi and Duchharhi – the four rivers in Cox's Bazar district have been used for tobacco cultivation. Earlier, the farmers grew vegetables on the banks. Locals alleged that the number and varieties of fishes from the rivers is declining gradually. Besides, tobacco is also being farmed in the adjacent lands of schools in the area. A photo feature on March 2, 2014 on the Daily Prothom Alo shows that tobacco is being cultivated in a land next to a school in Dighinala under Khagrachharhi district. During insecticide spray, the student rarely can sit inside the school and the teachers and students are being affected with different respiratory problems. Even some of the students cannot attend classes regularly. Moreover, tobacco furnaces have been built near to schools in different parts of the country. A report on the Daily Prothom Alo on April 7, 2014 says that 9 tobacco furnaces have been built from 5-15 feet distance of 2 educational institutions which is hampering the educational activities and posing health hazard for the students too.



Tobacco is being cultivated in a land next to a school in Dighinala under Khagrachharhi district. Source: The Daily Prothom Alo

Tobacco Aggression and Ill Tactics of Tobacco Company in Lalmonirhat: A Case Study লালমনিরহাটে তামাকের আগ্রাসন ও তামাক কোম্পানির কূটকৌশল: একটি নিবিড় অনুসন্ধান



বর্তমানে সারাদেশে কি পরিমাণ জমি তামাকচাষের আওতায় রয়েছে এবং প্রতিবছর কি হারে অন্যান্য ফসলি জমি তামাকের জমিতে পরিণত হচ্ছে সে বিষয়ে কোন সঠিক পরিসংখ্যান নেই। একইভাবে তামাকচাষ আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য, বনজসম্পদ, পরিবেশ-প্রতিবেশ, মাটির স্বাস্থ্য প্রভৃতি তথা সার্বিক অর্থনীতির উপর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে কি ধরনের বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে সে বিষয়ক মানসম্মত কোন গবেষণাও হয়নি আজ পর্যন্ত। এসব দুর্বলতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে নীতি-নির্ধারণী মহলে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন সময়ে তাদের মনোনীত গবেষকদের মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে তামাকচাষ বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য কতটা অপরিহার্য। অন্যদিকে তামাকচাষের সঠিক পরিসংখ্যান যাতে কেউ জানতে না পারে সেজন্য তারা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের ঘাড়ে চেপে বসেছে।

দেশব্যাপী তামাকচাষে ব্যবহৃত জমির সঠিক পরিসংখ্যান ও তামাকচাষের ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ তথ্য উপাত্ত না পাওয়া গেলেও গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরাখবর, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য এমনকি কৃষি বিভাগের বিদ্যমান পরিসংখ্যান প্রভৃতি থেকে অন্তত তিনটি বিষয় স্পষ্ট; ১. সারা দেশে তামাকচাষ ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে, ২. তামাকচাষের ফলে এলাকাভেদে নানাবিধ ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে এবং ৩. এই উভয়ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানির আগ্রাসন ও কূটকৌশল অব্যাহত রয়েছে।

Currently there is no exact statistics available over the quantity of lands being used for or turning into tobacco lands in the country. Simultaneously, there has been no standard researches conducted over the negative impacts of tobacco cultivation on food security, public health, forest resources, environment and ecology, land fertility and overall how it could have long and short-term negative impacts on the entire economy. Using the loopholes, the tobacco companies try to distract the policymakers in making policies against tobacco cultivation. They try to prove that tobacco production is essential for the economy by engaging some of their appointed researchers. Besides, they are also manipulating the DAE to hide the exact land units used for tobacco cultivation.

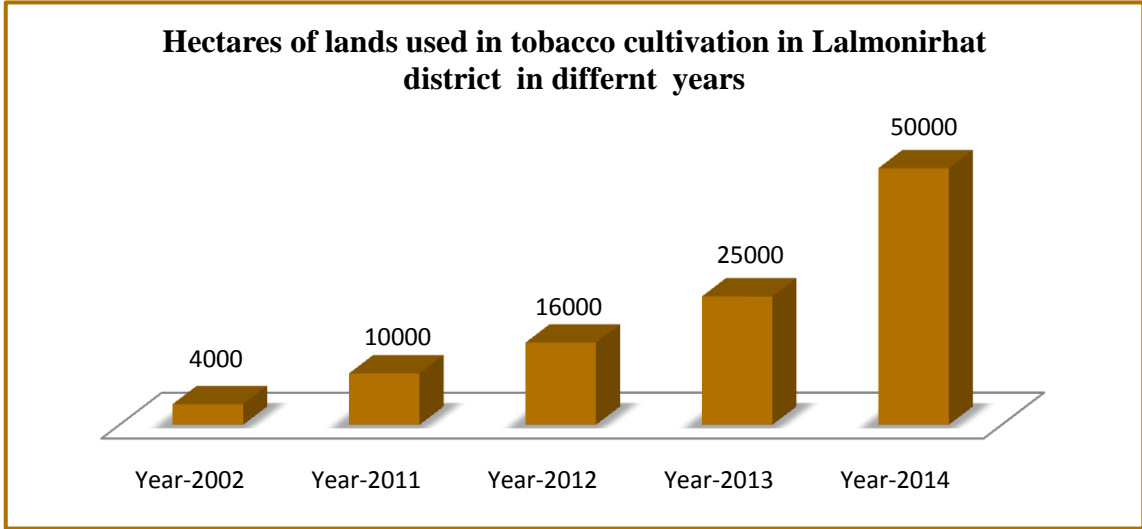
Although there is no solid information over tobacco cultivation and its damages, reports on newspapers and other media has made three issues clearer: 1. Tobacco farming is gradually increasing in the country, 2. Tobacco farming is damaging different areas with diverse scale and 3. Tobacco companies' aggression and evil methods are prevailing in both of the cases.

লালমনিরহাট জেলায় সাম্প্রতিক তামাক চাষ পরিস্থিতি

তামাকচাষের সার্বিক অবস্থা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে টোব্যাকোইন্ডাস্ট্রিওয়াচবিডি টিম লালমনিরহাট জেলার তামাকচাষ সংক্রান্ত বিদ্যমান তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও মাঠ পর্যায়ে গুণগত গবেষণা পরিচালনা করে। লালমনিরহাট জেলার মোট আবাদি জমির পরিমাণ ৯৮,৮৭৫ হেক্টর। বিদ্যমান তথ্যানুযায়ী গত মৌসুমে (২০১৩) লালমনিরহাট জেলায় এককভাবে প্রায় ২৫ হাজার হেক্টর জমিতে তামাকচাষ হয়েছে, যা দেশের মোট তামাকচাষকৃত জমির প্রায় ৩২ ভাগ। গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী এ মৌসুমে (২০১৪) আরো বেশি পরিমাণ জমি তামাকচাষের আওতাভুক্ত হয়েছে। কৃষি অধিদপ্তর এর তথ্য অনুযায়ী চলতি মৌসুমে লালমনিরহাট জেলার মোট আবাদি জমির অর্ধেকেরও বেশি অর্থাৎ ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে তামাকচাষ হয়েছে, যা গত (২০১৩) মৌসুমের তুলনায় দ্বিগুণ (২৫ হাজার হেক্টর) এবং ২০০২ সালের তুলনায় প্রায় ১৩ গুণ (৪ হাজার হেক্টর)। সুতরাং সরকারি সূত্র থেকেই পরিষ্কার কতটা আত্মসীমিতভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে তামাকচাষ। যদিও বেসরকারি বা স্থানীয় মতানুসারে এই আত্মসনের চিত্র আরো ভয়াবহ। তবে তথ্য-উপাত্ত যাই হোক না কেন, সরেজমিনে না দেখলে তামাকচাষের ভয়াল বিস্তৃতি উপলব্ধি করা কঠিন।

Recent Tobacco Farming Trends in Lalmonirhat

To illustrate the overall situation of tobacco farming in Lalmonirhat district, Tobacco Industry Watch BD team analysed the existing information and conducted a qualitative field investigation. Accordingly, the quantity of total arable lands in the district is 98,875 hectares. In the last season (2013) around 25,000 hectares of lands have been used solely for tobacco cultivation which is 32% of all the tobacco farming lands of the country. The mass media reports say that the lands have been increased in the current season (2014) for tobacco cultivation. Following the DAE, in the current season about half of the arable lands have been used for tobacco cultivation. It indicates that about 50,000 hectares of lands have been used for tobacco cultivation which is double (25,000 hectares) comparing to the last season (2013) and 13 times more comparing to 2002 that produced tobacco on only 4,000 hectares of lands. It is clear from the government source that how aggressive the tobacco farming is in the district. But the scenario is more dreadful according to private



মূলত মার্চ মাস থেকেই শুরু হয় তামাক পাতা সংগ্রহ। এসময় যে কোন গ্রামে ঢুকলেই তামাক পাতার তীব্র গন্ধের ঝাঁঝ এসে নাকে লাগে। গা গুলিয়ে ওঠে। ঝিমঝিম করে ওঠে মাথা। ঘরের বেড়ায়, শোবার ঘর, রান্নার ঘর, গোয়াল ঘর, মন্দির, মসজিদ, স্কুল- সব জায়গাতেই তামাক পাতা বুলছে। গ্রামগুলো যেন তামাক পাতায় মোড়ানো। দান-সাহায্য, ফকির-মিসকিনদের দান খয়রাত সবই চলে তামাক পাতায়। এলাকার মুদি দোকানিরাও টাকার পরিবর্তে তামাক পাতা নেয়। এলাকাব্যাপী এক তামাকময় পরিবেশ, কারো মুক্তি নেই। সবচেয়ে করুণ দশা শিশুদের, তাদের স্বাভাবিক শৈশব যেন তামাকের বিষবাস্পে মৃত প্রায়। লালমনিরহাট সদর

sources. Finally, whatever the data or secondary information is, field observation is a must to comprehend the alarming expansion of tobacco cultivation.

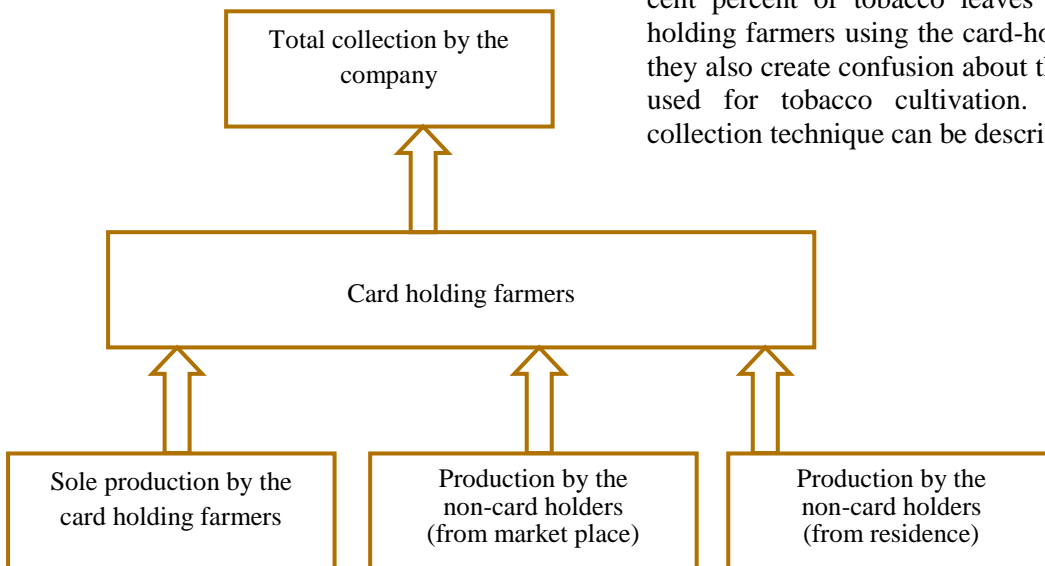
Usually, March is tobacco harvesting period. Sharp smell from tobacco leaves hit the nose after stepping at any village. People start feeling intoxicated. Tobacco leaves are found everywhere including bedrooms, wall partitions, religious institutions and places where the leaves could be stored. Tobacco

উপজেলার খুনিয়াগাছ, কালমাটি বানিয়া পাড়া, সাপ্টিবাড়ি এবং আদিতমারী উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে ঘুরে চাষীদের সাথে কথা বলার সময় এমন দৃশ্যই চোখে পড়ে টোব্যাকোইন্ডাস্ট্রিওয়াচবিডি টিমের।

যেভাবে লালমনিরহাটে বাড়ছে তামাকচাষ

ঋণ নয়, অন্য ফাঁদ

ইতিহাসে সিজার কিংবা নেপোলিয়ান এর বিভাজন ও শাসন/বিজয় নীতি, পরবর্তীতে ব্রিটিশভারতে ব্রিটিশদের বিভাজন ও শাসন নীতি এবং বর্তমানে বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলোর তামাকচাষে বিভাজন ও শাসন নীতি অনেকটা একইরকম। লালমনিরহাটের গ্রামাঞ্চলে কেবল কতিপয় প্রভাবশালী কৃষককে কার্ড সরবরাহ ও ব্যবসায়িক সুবিধা প্রদান তথা অঘোষিত এজেন্ট হিসাবে ব্যবহার করে কোম্পানিগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ কার্ডবিহীন চাষীদের দিয়ে আবাদ করিয়ে নিচ্ছে প্রয়োজনীয় পরিমাণ তামাক। অর্থাৎ কোম্পানিগুলো এখানে সংখ্যালঘু প্রভাবশালী কৃষকদের কার্ড সুবিধা দিয়ে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ কৃষকদের কার্ড সুবিধা না দিয়ে বিভাজন তৈরির মাধ্যমে তামাকচাষের আধ্বাসন অব্যাহত রেখেছে। অন্যদিকে কাগজে-কলমে তাদের মোট সংগ্রহে দেখানো হচ্ছে কেবল কার্ডধারী কৃষকের উৎপাদন, বিষয়টি এরকম দেখানো যে কার্ডবিহীন কৃষকের তামাক কোম্পানি ক্রয় করে না, সোজা কথায় ‘ধরি মাছ, না ছুঁই পানি’। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চলতি মৌসুমে “ক” সংখ্যক কার্ডধারী কৃষক প্রতিটি কার্ডের বিপরীতে কোম্পানিকে গড়ে “খ” মে.টন তামাক দিয়েছে এবং কোম্পানি মোট ক X খ=“ঘ” মে. টন তামাক সংগ্রহ করেছে। অথচ বাস্তবতা হলো কোম্পানি তাদের মোট তামাকের সিংহভাগই ক্রয় করে কার্ডবিহীন কৃষকের কাছ থেকে কার্ডধারী অঘোষিত এজেন্ট এর মাধ্যমে। এভাবে তামাকচাষে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ নিয়েও তারা বিভ্রান্তি তৈরি করে থাকে। সংক্ষেপে কোম্পানির তামাক সংগ্রহের কৌশলকে নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরা যায়:



wraps the villagers. Even donations are also allowed using tobacco leaves. The local retailers also accept tobacco leaves in exchange of commodities. Children are the worst sufferers. Tobacco is killing their childhood with the toxic air. Tobacco Industry Watch Team BD found the scenarios during farmers’ interviews at villages of Khuniagaach, Kalmati Bania Para, Sapti Bari and Aditmari upazillas under Lalmonirhat district.

The way tobacco farming is increasing in Lalmonirhat

It’s a trap not debt

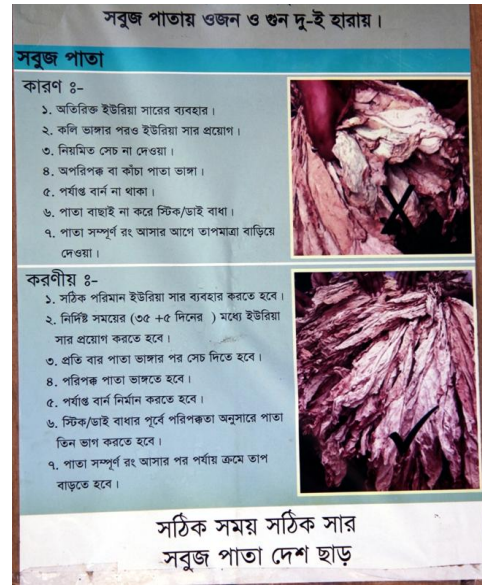
The ruling strategies of the multinational tobacco companies are almost similar to the strategies of the Roman General Ceaser or the French emperor Napoleon’s “divide and rule/ conquer strategy”, latter the policy of the British during the colonial period. The tobacco companies provide cards or business gain to several influential farmers in the rural areas of Lalmonirhat who work for them as agents. They use the agents to grow necessary quantity of tobacco through the non-card holders. The Company’s strategy is to create discriminations among the local farmers by ‘providing cards to the fewer’ (rich farmers), and not providing cards to the larger’ (general poor farmers). They create documents that they buy tobacco leaves only from the card holding farmers to continue their aggression. They get their work done by hiding themselves. For instance, in the current season, ‘A’ number of card holding farmers on average have supplied ‘B’ metric tons of tobacco leaves to the company and company has gathered ‘A x B = C’ metric tons of tobacco. But in reality, the tobacco companies basically gather cent percent of tobacco leaves from the non-card holding farmers using the card-holders. By this way, they also create confusion about the quantity of lands used for tobacco cultivation. The tobacco leaf collection technique can be described in this way:

তামাক কোম্পানিগুলো তাদের কার্ডধারী কৃষকের নিজস্ব উৎপাদন এবং গ্রাম ও হাট পর্যায়ে কার্ডবিহীন কৃষকের উৎপাদিত তামাক এজেন্ট/কার্ডধারী কৃষকের মাধ্যমে সংগ্রহ/ক্রয় করে থাকে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে কোম্পানি কর্মকর্তারা কেবল কার্ডধারী তামাকচাষিরদের বীজ-সার-কীটনাশক ও ঋণ সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে কার্ডধারী কৃষকদের সাথে আলোচনা করে জানা গেছে, তাদের বেশিরভাগেরই এসব সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে খুব একটা আগ্রহ নেই। কারণ যাবতীয় কৃষি উপকরণ ক্রয় করার সক্ষমতা তাদের আছে। সাধারণ কৃষক ও এলাকাবাসীদের মতে, কার্ডধারী কৃষকদের মূল আগ্রহ তামাক ব্যবসায়, তামাকচাষে নয়। কার্ডবিহীন কৃষকদের কাছ থেকে কমদামে তামাক কিনে বেশিদামে কোম্পানির কাছে বিক্রি করাই তাদের কাছে বেশি লাভজনক। একটি কার্ড



পাওয়ার জন্য তাই গরিব চাষিদের মধ্যে চলে রীতি মতো লড়াই। চলে বেশি বেশি তামাক চাষ করে কোম্পানির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা। পাশাপাশি নানারকম তদবির এমনকি ঘুষ দিয়ে হলেও একটা কার্ড চাই। কারণ একবার কার্ড পেয়ে গেলে তারা একই সাথে কোম্পানির সুযোগ-সুবিধা পাবে, পণ্য বাজারজাতকরণের নিশ্চয়তা পাবে এবং এজেন্ট হিসেবে কার্ডবিহীন চাষিদের তামাক কিনে বেশি মূল্যে কোম্পানির কাছে বিক্রি করতে পারবে। তবে বাস্তবতা হলো কোম্পানিগুলো এভাবে কৌশলে বছরের পর বছর প্রতিযোগিতা তৈরির মাধ্যমে তামাকচাষ বাড়ায় কিন্তু কার্ডের সংখ্যা এভাবে বাড়ায় না। তারপরও এলাকার সাধারণ কৃষকেরা উৎসাহ হারাচ্ছে না কারণ অন্যান্য ফসলের তুলনায় তামাকচাষ এখনো তাদের কাছে আর্থিকভাবে লাভজনক। তামাকচাষিদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, বর্তমানের লাভ-লোকসানই তাদের জন্য আসল বাস্তবতা। দীর্ঘমেয়াদে এমনকি নিকট ভবিষ্যতে কি ধরনের লাভ বা ক্ষয়ক্ষতি হবে তা তারা বিবেচনা করতে চায় না। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী প্রায় প্রতিটি কৃষকই বলেছে তামাকচাষ ভাল না, ক্ষতিকর। তাদের মতে, কোন জমিতে ভার্জিনিয়া তামাক আবাদ করে পরবর্তীতে ধান আবাদ করলে ধানের ফলন অর্ধেক কমে যায়। ভার্জিনিয়া তামাকের শিকড় অনেক লম্বা বলে তা মাটির রস শুষে নেয়। কিন্তু যেহেতু এটা অন্যান্য ফসলের তুলনায়

The tobacco companies buy the sole production of the card holding farmers and get the productions of the non-card holding farmers using the agent or card holding farmers. Observations have found that tobacco company officials provide assurance of agro-inputs only to the card holding farmers. But most of the leading farmers said that they are less interested in having such facilities as they are capable to buy those inputs. The locals said that the rich farmers are interested in tobacco trading, not farming. They buy tobacco leaves from the poor farmers and sell those to the companies at a higher rate. So, getting a card of the tobacco company is the apple of discord



among the poor farmers. They try to attract the tobacco company officials and even engage into different sorts of lobbying with them including bribing. If they get a card, they will get all the advantages offered by tobacco companies like assurance of marketing facilities, and will make profit as an agent. But in reality, the tobacco companies create a competition among the farmer but they do not increase the card numbers likewise. Nevertheless, the farmers are not frustrated as tobacco farming is still financially a profitable business for them. They said that the present loss and profit is the key reality for them. So, they do not want to bother about any long run negative impact even any near future perils at all. In the discussions, almost all the farmers told that after farming Virginia tobacco on the lands, paddy cannot grow well. The roots of Virginia tobacco is taller and absorbs lands energy. But being Virginia financially profitable than other crops, they grow it on their lands.

Thousands of farmers in villages of Lalmonirhat district are engaged into tobacco farming. It is

আর্থিকভাবে লাভজনক, তাই তারা ভার্জিনিয়া তামাক আবাদ করে।

লালমনিরহাটে গ্রামের পর গ্রাম, হাজার হাজার কৃষক এখন তামাক চাষ করছে। গুটি কয়েক কোম্পানির পক্ষে মাঠ পর্যায়ে লোকবল নিয়োগ করে তামাকের গুণগত মান নিশ্চিত করা রীতিমত কঠিন এবং ব্যয়বহুল। কোম্পানিগুলো কৌশলে কেবল কার্ডধারী কৃষকদের দক্ষতা বাড়িয়ে, তাদের মাধ্যমেই বিনা খরচে গ্রামের কার্ডবিহীন কৃষকদের তামাকচাষে প্রশিক্ষিত করে চলেছে। গ্রামের সাধারণ কৃষকও খুশি, হাতের নাগালেই পাচ্ছে তামাকচাষ সংক্রান্ত যেকোন পরামর্শ। কার্ডধারী আর ঐসব এজেন্ট কৃষকরা নিজেদের অধিক মুনাফা নিশ্চিত করতে তামাকচাষে তাদের বিশেষায়িত জ্ঞান সাধারণ কৃষকদের মাঝে বিলিয়ে চলেছে। গ্রামের পর গ্রামে বিনা পয়সার কৃষি পরামর্শক। যত ভালো তামাক, তত বেশি মুনাফা!

তামাকচাষীদের মতে, কোম্পানিগুলো বড়জোড় ২০ ভাগ তামাকচাষিকে কার্ড দিয়েছে, যাদের প্রায় সবাই ধনী। কেউ কেউ অবশ্য সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবেচনায়ও কার্ডের মালিক হয়েছে। তাদের মতে ধনী ও প্রভাবশালী চাষিরা সাধারণত ৫-১০ একর জমিতে তামাক চাষ করার জন্য কোম্পানির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। কিন্তু ঠিক যে পরিমাণ জমিতে তামাক চাষ করবে বলে তারা কোম্পানির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, শেষপর্যন্ত সেই পরিমাণ জমিতে তামাক চাষ করে না। যেমন: ৫ একরের জায়গায় ১ একর বা ২ একর জমিতে তামাক চাষ করে। অর্থাৎ প্রতিশ্রুত পরিমাণ জমিতে তারা কখনোই তামাকচাষ করে না। উপরন্তু, কোম্পানির সরবরাহকৃত কৃষি উপকরণ অন্যান্য ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করে অথবা বেশি দামে বিক্রি করে দেয়। আবাদ শেষে তারা কার্ডবিহীন কৃষকের কাছ থেকে কমদামে তামাক ক্রয় করে প্রতিশ্রুত কোটা পূরণ করে এবং এগুলো বেশিদামে কোম্পানির কাছে বিক্রি করে। কার্ডবিহীন চাষিরা জানান, গত মৌসুমে তারা কার্ডধারী কৃষকদের কাছে প্রতি মণ

almost impossible and also expensive to monitor the farming by deploying company's own staff across the district. So, they are raising skills of the card holding farmers so that they could also train the non-card holding farmers at free of cost. The rural farmers are also happy as they get any kind of advices related to tobacco farming when needed. The card holding agents distribute their knowledge among the poor farmers to increase their profit. They turn free advisor for the tobacco farmers in villages. The motto is to produce more quality tobacco, and make more profit.

According to the local farmers, the tobacco companies have distributed cards among 20% of the farmers and all of them are solvent. Some of them got cards on their social and political grounds as well. They alleged that the card holding farmers usually commit to farm tobacco on five or 10 acres of lands. But, they do not actually farm tobacco on the agreed lands. They usually grow tobacco on one or two acres of lands. Moreover, they sell the agro-inputs supplied by tobacco companies at a higher rate to the other farmers or use them in growing other crops. After the cultivation finishes, they buy tobacco from the non-card holder farmers to meet their quota and sell at a good price. In the last season, said the non-card holding farmers, they had to sell tobacco by Tk 2500 per mound to the card-holding farmers. However, the card-holding farmers sold that tobacco at a good profit, from Tk 3800 to 4000 per mound. It refers that they have profited Tk 1300- 1500 on average per mound. This amount of profit is





তামাক বিক্রি করেছে গড়ে ২,৫০০ টাকায়। অথচ কার্ডধারী কৃষকরা পরবর্তীতে ঐ তামাক কোম্পানির কাছে বিক্রি করেছে মণ প্রতি ৩,৮০০- ৪,০০০ টাকায়। অর্থাৎ প্রতি মণ তামাকে তারা গড়ে লাভ করেছে ১,৩০০-১,৫০০ টাকা। তামাকচাষ করে এই হারে লাভ পাওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে তামাক কোম্পানির লাভ হচ্ছে, কোন প্রকার দায়-দায়িত্ব ছাড়াই গুটিকয়েক প্রভাবশালী কার্ডধারী এজেন্ট ব্যবহার করে তামাক সংগ্রহ করতে পারছে দিনের পর দিন। সাধারণ তামাকচাষিরা নিজ দায়িত্বে সরকারের ভর্তুকি মূল্যের সার, বিদ্যুৎ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ ভর্তুকি মূল্যেও (বরেন্দ্র/বিএডিসি) সেচ সুবিধা ব্যবহার করে কোম্পানির জন্য তামাক উৎপাদন করে যাচ্ছে। একইসাথে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মূলধন বিনিয়োগ থেকে শুরু করে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত সমস্ত ঝুঁকিই বহন করছে তারা।

স্থানীয় জনগণ, সাংবাদিক, কার্ডধারী ও কার্ডবিহীন কৃষকদের সাথে আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে তামাক কোম্পানিগুলো সাধারণ তামাক চাষিদের (প্রায় ৮০% তামাকচাষি) ঋণ সুবিধা বা অন্য কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে না। এসব চাষিদের কাছ থেকে সরাসরি কোন তামাকও ক্রয় করে না তারা। সব তামাক কার্ডধারী/এজেন্ট কৃষকের মাধ্যমে সংগ্রহ করে থাকে। পত্র-পত্রিকা ও বেসরকারি সংস্থার তথ্যমতে দেশের পার্বত্য এলাকাসহ বেশকিছু জেলায় তামাক কোম্পানির বেঁধে দেওয়া দামেই সব তামাকচাষি কোম্পানির গুদামে তামাক পৌঁছে দিতে বাধ্য। তামাক বিক্রির আলাদা হাট-বাজারও নেই সেসব এলাকায়। লালমনিরহাট জেলা (দেশের প্রায় ৪০% তামাক উৎপাদিত হয়) এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এখানে কোম্পানির কূটকৌশল একটু আলাদা। শুধু গৃহস্থালি পর্যায় থেকে নয়, তামাক মৌসুমে প্রভাবশালী কার্ডধারী কৃষকদের ব্যবহার করে সাময়িক হাট-বাজার তৈরি করে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় তামাক সংগ্রহ করছে তারা।

impossible by cultivating tobacco. On the other side, the tobacco companies are also gaining profit without having any responsibility rather than using some of the card-holding agents. The non-cardholders, the larger section tobacco growers, are using the subsidized facilities like fertilizers, electricity and in some cases they are also applying subsidized irrigation of the government to grow tobacco for Company. Briefly, they take all responsibilities from investment to marketing.

The Local people, journalists, card holder and non-card holder farmers have opined that the tobacco companies do not provide any facilities to majority of the farmers/ non-cardholders (about 80% of the farmers). They do not collect tobacco from those farmers directly. They buy tobacco through the card-holding farmers or agents. According to newspaper reports and information from other sources, the farmers of the Hill tract and some other areas are to sell tobacco leaves on the prices fixed by the tobacco companies. Since there is no specific marketplace for tobacco trading in most areas, the farmers are to supply the produced at tobacco company storehouses. But the scenario is different in case of Lalmonirhat district that shares around 40% produces of all the tobacco leaves of the country. The ill tactics of the tobacco companies is different here. Not only from domestic level, temporary marketplaces are created in the district through influential card-holding farmers and the tobacco companies collect necessary tobacco from there.

এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত লালমনিরহাট জেলার ১৩-১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চত্বরে সপ্তাহে দুই দিন তামাকের হাট বসে। এসব হাট থেকে বিভিন্ন তামাক কোম্পানির এজেন্ট/কার্ডধারী কৃষক কোম্পানির জন্য তামাক ক্রয় করে। এছাড়া বিড়ি কোম্পানিগুলো মূলত এসব হাট থেকেই নিম্নমানের তামাক ক্রয় করে থাকে। ক্রেতাদের একটা অংশ দেশের অন্যান্য এলাকা বিশেষ করে ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম এবং কুষ্টিয়া অঞ্চল থেকেও আসে। তবে বিক্রেতারা সবাই লালমনিরহাট জেলার তামাকচাষি। চাষিরা সাধারণত মতিহার, জাতি ও ভার্জিনিয়া প্রজাতির তামাকপাতা বাজারজাত করে থাকে। হাটগুলোতে সাধারণত প্রতিদিন ৩০০-৩৫০ জন তামাকচাষি/বিক্রেতা এবং ৫০-৬০ জন বিভিন্ন তামাক কোম্পানির এজেন্ট কেনা-বেচায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিহাটে একজন তামাক চাষি ৫-২০ মণ পর্যন্ত তামাক বিক্রি করে থাকে। স্থানীয়দের মতে হাটে আসা মোট তামাকের ৬০ শতাংশ মতিহার ও জাতি এবং ৪০ শতাংশ ভার্জিনিয়া প্রজাতির তামাক। তবে ভার্জিনিয়ার অনুপাত দিন দিন বাড়ছে। তাদের মতে ভার্জিনিয়া পাতার ৬০ শতাংশই ক্রয় করে থাকে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির এজেন্ট/ধনী কৃষক এবং বাদবাকিটা ক্রয় করে ঢাকা টোব্যাকো কোম্পানিসহ অন্যান্য কিছু কোম্পানি। উল্লেখ্য ভার্জিনিয়া তামাকের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ কোম্পানির এজেন্ট গ্রাম পর্যায়ে সাধারণ কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় করে থাকে। পত্র-পত্রিকার খবর ও স্থানীয় তামাক চাষিদের সাথে আলোচনা থেকে জানা গেছে, এসব অবৈধ তামাক হাটগুলি পরিচালিত হচ্ছে স্থানীয় প্রভাবশালী কৃষক/এজেন্ট দ্বারা। এসব প্রভাবশালীরা আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় টোব্যাকো ইন্ডাস্ট্রির ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং স্থানীয়ভাবে টোব্যাকো ইন্ডাস্ট্রির 'এজেন্ট' হিসেবে পরিচিত। এদের অধিকাংশই তামাক চাষের সাথে যুক্ত এবং তামাক কোম্পানির কার্ডধারী চাষি।

From April to June every year around 13 – 16 educational institution premises are used twice a week as marketplace for tobacco leaves in Lalmonirhat district. Card-holding farmers or agents buy tobacco from there for Tobacco Company. Besides, bidi companies are also prominent buyer of the markets to buy low grade tobacco. Although all of the traders are from Lalmonirhat district, buyers belong to different parts of the country including Dhaka, Khulna, Kushtia, and Chittagong. Usually, Motihar, Jati and Virginia tobaccos are found at the markets. Around 350 tobacco farmers/ sellers and about 60 tobacco company agents actively participate in such markets. A farmer sells five – 20 mounds of tobacco in every market day. Locals said that among the all tobacco leaves that arrive in the market, 60% of them belong to Matihar & Jati, and 40% of them belong to Virginia. They also said that about 60% of the Virginia tobacco is bought by British American Tobacco agents or rich farmers and the remaining is bought by Dhaka tobacco and other companies. To be noted that, a part of the Virginia tobacco is bought by the agents from villages. Information from newspapers and local tobacco farmer reveals that the illegal marketplaces are run by some local influential farmers or agents. They are associates of the multinational and domestic tobacco companies and commonly known as agents. Most of them are involved in tobacco farming and are card-holding farmers. The common farmers said that though they



Source: The Daily Star

সাধারণ কৃষকদের সাথে আলোচনা থেকে বোঝা যায়, যদিও তারা হাতে তামাক বিক্রি করছে, দরকষাকষির খুব একটা সুযোগ নেই। এক প্রকার মনোপলি, বড় ফাঁদ। তাদের ভাষায় এগুলো কোম্পানির হাট। ৮/৯ বছর আগে এলাকার ৩/৪টি স্কুলে হাট বসানো শুরু হয় এবং বছর বছর বাড়তে বাড়তে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। একজন কার্ডধারী কৃষক জানান, ধান-চালের বাজার থাকলে তামাকপাতার বাজার থাকবে না কেন? কৃষক তামাকপাতা বিক্রির জন্য কোথায় যাবে? এসব প্রশ্নের খুব একটা সদুত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি টোব্যাকোইন্ডাস্ট্রিওয়াচবিডি টিমের পক্ষে। হয়ত এটা কোম্পানিরই কৌশল, ধান-চালের হাটগুলোকেও ক্রমান্বয়ে তামাকপাতার হাট বানিয়ে ফেলা।

উৎপাদন খরচ রাষ্ট্র ও কৃষকের (কার্ডবিহীন), মুনাফা কোম্পানির

লালমনিরহাট জেলার কৃষি খাতে প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা (ভর্তুকি মূল্যে সার, সেচ ইত্যাদি) কাজে লাগিয়ে এবং কার্ডধারী কৃষকদের চাল/এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করে মুনাফা লুটে নিচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো। চলতি মৌসুমে লালমনিরহাট জেলায় কি পরিমাণ ভর্তুকি মূল্যের সার (ইউরিয়া ও টিএসপি) তামাক চাষে ব্যবহার করা হয়েছে এমন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে উঠে আসে এক ভয়ংকর চিত্র। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের তথ্য অনুযায়ী এ বছর লালমনিরহাটে প্রায় ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে তামাকের আবাদ হয়েছে। তামাকচাষে প্রতি ৩৩ শতাংশ জমির জন্য গড়ে ৬০ কেজি ইউরিয়া ও ১০০ কেজি টিএসপি লাগে। সে হিসেবে চলতি মৌসুমে প্রায় ৫ কোটি ৯৮ লাখ কেজি (ইউরিয়া-২২৪২৫২৩২ কেজি, টিএসপি-৩৭৩৭৫৩০০ কেজি) সার তামাক চাষে ব্যবহার করা হয়েছে। সরকার বর্তমানে প্রতি কেজি ইউরিয়াতে ২৪, টিএসপিতে ১৮ টাকা হারে ভর্তুকি দিয়ে আসছে (দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ এপ্রিল, ২০১৪)। উল্লেখিত ৫ কোটি ৯৮ লাখ কেজি সারে ১২১ কোটি টাকারও (ইউরিয়াতে-৫৩ কোটি ৮২ লাখ, টিএসপিতে-৬৭ কোটি ২৭ লাখ) বেশি ভর্তুকি দিয়েছে সরকার। তবে কোম্পানিগুলো কার্ডধারী কৃষকদের সাধারণত তাদের নিজস্ব সার সরবরাহ করে থাকে। যদিও এসব সার



কোম্পানির নিজস্ব না ভর্তুকিকৃত তা নিয়ে ব্যাপক সংশয় রয়েছে এলাকাবাসীর মধ্যে। পত্র-পত্রিকায়ও এর সত্যতা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে লেখালেখি চোখে পড়েছে। তবে এলাকার ২০ ভাগ কার্ডধারী কৃষক কোম্পানির সার ব্যবহার করে ধরে নিয়ে যদি মোট টাকা হতে ২৫ ভাগ টাকাও বাদ সরকার চলতি বছরে এ

are selling tobacco on marketplace, they do not have chances for bargaining with the price. It is a kind of monopoly and a trap for them. They term such marketplace as company Hats (markets of companies'). About eight to nine years ago, the marketplaces held in three or four school premises and now it is gradually increasing in the area and reached current condition. One of the card holding farmer said that if there is market for food crops, there should be also markets for tobacco leaves. The tobacco farmers have nowhere to go to sell their products. Tobacco Industry Watch BD could not satisfy them with answers of such queries. Someday the food crops market will turn tobacco trading hub by this way with association of the tobacco companies.

Government and Farmers (card-less) Bears Cost, Companies Get the Cream

Exploiting the government facilities in Lalmonirhat district like subsidized fertilizers, irrigation, and using the card holding farmers as agents, the tobacco companies are benefitting



themselves in different ways. The scenario for using subsidized fertilizers (Urea and TSP) is terrible. According to the district agri-office, around 50,000 hectares of lands have been used for tobacco cultivation in the current season. To grow tobacco, per 33 decimals of lands need 60KG Urea and 100KG TSP on average. On that outline, in the current season, around 598, 000, 00 KG fertilizers (Urea 22425232 KG and TSP 37375300 KG) have been used for tobacco cultivation in the district. The government is currently subsidizing Tk 24 for per KG Urea and Tk 18 for per KG TSP (April 19, 2014, The Daily Prothom Alo). The government has subsidized over Tk 121 crore on the stated 598, 000, 00 KG fertilizers (Tk 53.82 crore for Urea and Tk 67.27 crore for TSP). However, the tobacco companies provide fertilizer to the card-holding farmers only by their own initiative. The locals are on doubt that whether the fertilizers actually belong to the company or not. At times there were newspaper reports over the issue. Nonetheless, the government has subsidized over Tk 91 crore in the current season even if 25% of the subsidy is deducted considering 20% of the card-holding farmers use

বাবদ প্রায় ৯১ কোটি টাকার বেশি ভর্তুকি দিয়েছে। সরকার বা জনগণের দেওয়া এই বিপুল পরিমাণ টাকা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তামাক চাষে ব্যয় করা হচ্ছে। তবে এটি শুধু লালমনিরহাটের চিত্র। সমগ্র দেশের পরিসংখ্যান আরও ভয়াবহ। সারাদেশে চলতি মৌসুমে ১,০৮,০০০ হেক্টর জমিতে তামাকের আবাদ হয়েছে এবং সে অনুযায়ী ১২ কোটি ৯১ লাখ কেজি (ইউরিয়া-৪৮৪৩৮৫০২ কেজি, টিএসপি-৮০৭৩০৮০০ কেজি) সার ব্যবহার করা হয়েছে। এসব সার বাবদ কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়েছে সরকার। এভাবে বছরের পর বছর তামাক কোম্পানি রাষ্ট্রীয় সুবিধা ব্যবহার করে মুনাফা লুটে নিচ্ছে। দেশকে নিমজ্জিত করছে খাদ্য ঘাটতির অতল গহ্বরে। অবশ্য এভাবে মাছের তেল দিয়ে মাছ ভেজে পার পেয়ে গেলে, কেনই বা তারা চাষীদের সার, সেচ ও মূলধন সরবরাহ করার দায়িত্ব নিবে?

তামাকচাষ ক্ষতি করছে যেভাবে

ক্ষতি সবার, লাভ কোম্পানির

তামাক চাষভুক্ত অন্যান্য এলাকার মত লালমনিরহাট জেলাতেও তামাক চাষের ফলে নানাবিধ আর্থ-সামাজিক, পরিবেশ, প্রতিবেশ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। এখানেও রয়েছে চুল্লির বিষাক্ত ধোঁয়া, রয়েছে বাড়ির উঠান থেকে শুরু করে ঘরের বেড়া, গরুর গোয়াল, রান্নাঘর, বাগান, রাস্তার দুইপাশ সর্বত্রই



তামাক পাতা শুকানোর কার্যক্রম। পাতার বিকট গন্ধে কোথাও একটু নির্মল বাতাস পাওয়ার সুযোগ নেই। এছাড়া এজেন্ট কৃষকরা তামাক কোম্পানির সহায়তায় তামাকপাতা শুকানোর জন্য বিশেষ ধরনের ঘর নির্মাণ করেছে বিভিন্ন সরকারি জমিতে। স্কুল মাঠ এমনকি প্রার্থনালয় চত্বরও বাদ পড়েনি এ তালিকা থেকে। জমির উর্বরতা নষ্ট, খাদ্য নিরাপত্তায় হুমকি, স্বাস্থ্যঝুঁকি, শিশুশ্রম, শিক্ষাসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাবতো রয়েছেই। সংক্ষেপে এসব ক্ষয়-ক্ষতি ও প্রভাবসমূহ:

fertilizers provided by company. The huge subsidy provided by the government is being used for tobacco cultivation that is harmful for public health. But this is the scenario for Lalmonirhat district only. The countrywide scenario is more terrible. In the country 1, 08, 000 hectares of lands have been used for tobacco cultivation and accordingly 129, 100, 000 KG fertilizers (Urea 48438502 KG and TSP 80730800 KG) have been used. The government has subsidized millions of TK for the fertilizers. Tobacco companies are grabbing their profits every year by these ways. It is leading the country to food shortage. However, the tobacco companies will not take any responsibility for providing capital and other agro-inputs as long they are exploiting such options.

How Tobacco Farming Damages

Prey Everyone, Company Benefitted

Due to tobacco farming, Lalmonrhat district is also experiencing different socio-economic, environmental, climatic, health and educational damages like the other areas. Apart from poisonous emissions of tobacco furnaces, tobacco leaves are found everywhere in the localities of the district and

even yards, bedrooms, walls, cowsheds, kitchens, gardens, roads etc. are being used to dry tobacco leaves. There is hardly any place where you can breathe fresh air. Besides, the agents have prepared special rooms in government lands with the help of tobacco companies. They also use school fields and even the premises of religious establishments. Tobacco farming reduces lands fertility, threat for food security, poses health hazards, inspire child

স্থানীয় স্কুল শিক্ষকদের মতে, লালমনিরহাট জেলার সর্বত্র তামাকচারা রোপণ থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপেই ব্যাপকভাবে শিশুশ্রম ব্যবহার করা হচ্ছে। তামাক মৌসুমে প্রায় সব শিশুই পারিবারিক শ্রমের অংশ হিসেবে বাধ্য হয়েই তামাকের কাজে জড়িয়ে পড়ে। লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার সাপ্টিবাড়ি এবং লালমনিরহাট সদরের খুনিয়াগাছ এলাকায় সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে এইসব এলাকায় তামাক চাষের ব্যাপ্তি এতটাই যে প্রতিটি বাড়ির আনাচে-কানাচে বাঁশের তৈরি মাচার উপর বা গাছের ডালে তামাক পাতার সারি সারি লাইন আর সূশুঙ্খল স্তূপ। গ্রামের ভেতর ঢুকলেই চারিদিক থেকে তামাকের উৎকট গন্ধ নাকে এসে লাগে। রোদের তাপ যত বাড়তে থাকে উৎকট গন্ধের তীব্রতাও তত চারিদিক থেকে ছড়াতে থাকে। তামাক পাতার এই তীব্র গন্ধযুক্ত পরিবেশেই শিশুরা তামাক পাতা সংগ্রহ, বাছাই এবং তা লাঠির সাথে গঁথে দিচ্ছে একের পর এক রোদে শুকানোর জন্য। ডেইলি স্টার (২ এপ্রিল, ২০১৪) এর একটি প্রতিবেদনে স্থানীয় স্কুল শিক্ষকগণ মতামত দিতে গিয়ে বলেছেন, যেসব শিশুরা তামাকের ক্ষেতে কাজ করে তাদের গড়ন অন্য শিশুদের তুলনায় হালকা এবং রোগা। শিক্ষকরা এসব কোমলমতি শিশুদের তামাক ক্ষেতে কাজ করতে নিষেধ করলেও কোন ফল হয় না। স্কুলগামী এসব শিশুরা ক্রমবর্ধমান হারে তামাক পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণ অর্থাৎ রোদে শুকানো, বাছাই ও বাঙিল বাধার কাজে জড়িয়ে পড়ছে। স্কুল চলাকালীন সময়ে স্কুলের আগে-পরে এবং ছুটির দিনগুলিতে দিনব্যাপী শিশুরা এসব কাজ করে এবং বিনিময়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে দিনে ৩০-৪০ টাকা পায় তারা। টোব্যাকোইন্ডাস্ট্রিওয়াচবিডি টিম মাঠ পর্যায়ে কাজ করার সময় অল্পবয়সী মাদ্রাসা ছাত্রদের দান-খয়রাত হিসেবে তামাক পাতা সংগ্রহ করতে দেখেছে। অর্থাৎ এলাকার শিশুরা ভয়াবহ স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবেশগত ঝুঁকির মধ্যে দিয়ে তাদের শৈশব পার করছে। বাড়ি থেকে শুরু করে বিদ্যালয় পর্যন্ত তামাকের ছোবল। প্রশ্ন জাগে, এসব শিশুর ভবিষ্যৎ কি?

labours, decreases education and more. Some of the damages are described concisely.

Child Labour

The Locals and school teachers of Lalmonirhat district have opined that children are being used in all of the steps of tobacco farming including planting to marketing. Most of the children are to involve into tobacco processing as part of their familial business. Investigations in Saptibari under Aditmari upazilla and Khuniagachh under Lalmonirhat district have found that tobacco farming has taken an expanded shape in the areas. Each and every of the houses are filled with tobacco leaves and even the surrounding places are also loaded with tobacco bunches. Sharp stench hits suddenly after entering into the villages. The stench spreads everywhere after the sun turns hot. In this stinky environment, children are found collecting tobacco leaves, sorting and pinning them on sticks to be dried on sun. Teachers, according to a report on the Daily Star on April 02, 2014, said that those children who work with tobacco processing are different from the common children regarding their health and shape. There is no result in forbidding them for working in tobacco processing. The school goers are gradually getting involved with tobacco processing. They sort, bundle and place the leaves for drying under sun. Mostly they are seen working before and after their school and in the non-working days. They get a poor wage for their work, only Tk 30 – 40 for a day from the local tobacco traders. Tobacco Industry BD Watch Team, during its field investigation, has found that the students of religious institutions are taking tobacco leaves as donations. It indicates that the children are passing their childhood amid higher health and environmental risks. Tobacco aggression prevails from their home to educational institutions. Is there any future for them?

children in school uniforms processing tobacco leaves at Aditmari upazila in Lalmonirhat. Source: Dhaka Tribune.



জমির উর্বরতা নষ্ট ও খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত

সার ও রাসায়নিক কীটনাশকের যথেষ্ট ব্যবহার লালমনিরহাট জেলার কৃষি জমির স্বাস্থ্য নষ্ট করছে। কমে আসছে জমির উৎপাদনশীলতা। ধানের জমিতে তামাক চাষ হওয়ায় খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে। অন্যদিকে তামাকে ধানের চেয়ে ৩ গুণ বেশি সার লাগায়, জেলায় মাঝে মাঝেই ধানের জন্য প্রয়োজনীয় সারের সংকট দেখা দেয়। স্থানীয় কৃষকরা ক্ষতি জেনেও তামাকচাষ করছে। তাদের মতে তামাকের জমিতে ধান আবাদ করলে ফলন অর্ধেক নেমে আসে। কিন্তু তাদের ঐ একই কথা, সারা বছরে একবার ভার্জিনিয়া আবাদ করলেই যথেষ্ট। বছরে দুই ফসলের চেয়ে এক ফসলই বেশি লাভ থাকে। এভাবে কোম্পানির প্রলোভনে সাময়িক লাভের ফাঁদে আটকা পড়ছে আমাদের কৃষক। নষ্ট হচ্ছে আমাদের মাটির উর্বরতা।

তামাকচুল্লির ধোয়ায় গ্রামীণ পরিবেশ হুমকির মুখে

কাঠ পুড়িয়ে বন ধ্বংস না করলেও স্নানায় জ্বালানি তথা খড়-বিচুলি ব্যবহার করে এক ধরনের চুল্লি বানিয়ে তামাক পাতা শুকানোর



কাজ অব্যাহত রেখেছে তামাক কোম্পানিগুলো। স্থানীয়দের মতে, এ ধরনের চুল্লির মাধ্যমে সাধারণত ৩০/৪০ মিনিট ধরে তামাক পাতা চুল্লিতে রেখে মূলত ধোয়া সৃষ্টির মাধ্যমে তামাক পাতা শুকানোর কাজ করা হয়। গুণগত গবেষণায় অংশগ্রহণকারী কৃষক, গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং গণমাধ্যমকর্মীদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে যে, এই এলাকায় তামাক পাতা শুকানোর কাজে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় পরিবারের নারী ও শিশু। ধোয়া সর্বস্ব এসব চুল্লির কালচে ধোয়ায় গ্রামীণ এলাকার পরিবেশ হুমকির মধ্যে পতিত হচ্ছে। তামাক চাষের অভয়াশ্রম লালমনিরহাট জেলার তিনটি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে তামাক কোম্পানির আর্থিক সহায়তায় স্থাপিত হয়েছে প্রায় ২০০-২৫০টি তামাক চুল্লি।

স্বাস্থ্যঝুঁকি

তামাক চাষের ফলে এলাকার কৃষকরা বিশেষ করে নারী ও শিশুরা নানাবিধ শারীরিক সমস্যায় ভুগছে। স্থানীয় ডাক্তাররা বলছেন, তামাক পাতার বিকট গন্ধ ও এ থেকে নির্গত নিকোটিন মানবদেহে

Damaging Lands Fertility and Hampering Food Security

Indiscriminate use of fertilizers and insecticides on Lalmonirhat lands is reducing fertility. Lands productivity is reducing gradually. Food shortage is a prominent issue now as the paddy growing lands are under tobacco clutch. Besides, tobacco farming needs three times more fertilizers than paddy which frequently creates fertilizer shortage in the district. Local farmers are aware of the negative impacts of tobacco on lands. They opined that paddy cultivation reduces on the lands if that was used for tobacco cultivation. But they also opined that growing Virginia for once a year is sufficient for them. It brings more profit for them than growing crops twice a year. In this way, our innocent farmers have been entrapping by the illusion of temporary profit offered by the tobacco companies. Lands fertility is being degraded.

Tobacco Oven Smoke Endangers Rural Environment

Though the tobacco companies do not use woods as fuel, they are making a kind of furnace using hay and other local materials as fuel to bake tobacco leaves. Locals said that smokes are created from the furnaces for around 30/ 40 minutes to bake tobacco leaves. Women and children of farmers' families are mostly used for the baking process, said participants of the qualitative survey including farmers, local elites and mass media activists. The rural environment is being threatened for the smokes of such furnaces. In different villages of Lalmonirhat district around 200-250 furnaces have been built with the sponsorship of tobacco companies.

Health Hazards

The locals who are engaged with tobacco farming are suffering from different physical disorder. The people are getting affected with asthma, bronchitis, cancer and other fatal diseases for their close interaction with tobacco and tobacco leaves, opined local doctors. The children are the easy prey





প্রবেশের ফলে এ্যাজমা, ব্রংকাইটিস, ক্যান্সারসহ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এখানকার মানুষ। আর এসব রোগে বড়দের চেয়ে শিশুরা আক্রান্ত হচ্ছে বেশি। এছাড়াও তামাকচাষের ফলে হাজারো ধরনের ক্ষয়-ক্ষতি হচ্ছে সেগুলো গবেষণার মাধ্যমে বের করা খুবই জরুরি। ক্ষতির সংখ্যা, মাত্রা ও তীব্রতা না জানা থাকলে সমাধানের লক্ষ্যস্থির করা সম্ভব নয়।

কিছ সুপারিশ, কিছু সতর্কতা

সুপারিশ

তামাকচাষ যেভাবে বাড়ছে তাতে এককভাবে কোন সরকারি সংস্থা বা মন্ত্রণালয় এমনকি সরকারের সকল মন্ত্রণালয় একযোগে কাজ করলেও সহসা এই আত্মসন থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন। কাজেই তামাকচাষের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত সংশ্লিষ্ট সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে, নইলে শক্তিদর তামাক কোম্পানিগুলোর অপকৌশল বন্ধ করা যাবে না। কেবল স্বাস্থ্য বা আইন মন্ত্রণালয় উদ্যোগী হয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের চেষ্টা করলে তামাকচাষ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব নয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত নীতিমালার পাশাপাশি গবেষণার মাধ্যমে তামাক কোম্পানির আত্মসনজনিত ক্ষয়-ক্ষতির তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। দেখতে হবে কত ধরনের আত্মসন চালাচ্ছে তামাক কোম্পানি এবং এসবের ভুক্তভোগী কারা। একইসাথে দেখতে হবে প্রচলিত আইন দ্বারা কোম্পানির আত্মসন মোকাবেলা সম্ভব কিনা বা ভুক্তভোগীদের সুরক্ষা দেয়া সম্ভব হচ্ছে কিনা। নতুন আইন বা নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এসব বিষয় গুরুত্বসহকারে বিবেচনাপূর্বক অন্তর্ভুক্ত ও কার্যকর করতে হবে। নিচে তামাক কোম্পানির আত্মসন/চাষের ক্ষতি, আত্মসন মোকাবেলা বা সুরক্ষাপ্রদানকারী সম্ভাব্য কর্তৃপক্ষ এবং আত্মসন মোকাবেলার সম্ভাব্য নীতি কৌশল সম্পর্কে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হলো:

of such diseases being the most vulnerable part of the society. Besides, there are also numbers of damages for tobacco cultivation happens and needs to be addressed through proper researches. If the damage severity and level is unknown, prevention is not possible.

Few Recommendations and Cautions

Recommendations

Tobacco cultivation has been increasing indiscriminately. Any government body, organization, ministry or the ministries altogether cannot get rid of the problem overnight. So, to stop the ill tactics of the tobacco companies, all the sufferers of tobacco farming should work together. Policy formulation and implementation by Health and Law Ministry is barely enough to control tobacco farming. In line with the policies formulated by Health Ministry, some researches should also be conducted for enlisting the other damages caused by tobacco cultivation. Types of aggressions by the tobacco companies and the victims should be identified. Besides, it should also be considered that if the existing law is sufficient to prevent the aggressions and protect the sufferers. Regarding new law and policy formulation, such issues should carefully be considered, listed and implemented. Some recommendations over preventing tobacco aggression, damages of cultivation, potential authority and policies to prevent the aggression etc. are pointed out:

Aggression/Damages আগ্রাসন/ক্ষতিসমূহ	Authorities কর্তৃপক্ষসমূহ	Potential policy সম্ভাব্য নীতি কৌশল
<p><i>Deforestation and other related damages</i></p> <p>বন উজাড় এবং এর ফলে বনজ সম্পদ ও জীব-বৈচিত্র্য ধ্বংসসহ নানাবিধ ক্ষতি</p>	<p><i>Environment and Forest Ministry, Ministry for Chittagong and Hill Tracts Affairs, Ministry of Civil Aviation and Tourism, Ministry of Disaster Management and Relief</i></p> <p>পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়</p>	<p><i>Forest Ministry and Ministry for Hill Tracts could formulate law banning tobacco cultivation in Hill Tracts as tobacco farming destroys forest resources.</i></p> <p><i>Forest and trees are useful for the coastal areas to prevent natural disasters. So the Ministry for Disaster could pass law banning tobacco cultivation in coastal areas.</i></p> <p><i>Chittagong Hill Tracts is an attractive tourist spot. Identifying tobacco processing as a barrier for the tourist industry, a law could be passed banning tobacco farming in the localities.</i></p> <p>তামাকচাষ বনজসম্পদ ধ্বংস করে তাই পাহাড় ও বন এলাকায় তামাকচাষ নিষিদ্ধ মর্মে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় আইন প্রণয়ন করতে পারে।</p> <p>বন ও গাছ-গাছালি বাড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য জরুরি বিশেষ করে উপকূলবর্তী এলাকার জন্য। ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয় উপকূলবর্তী জেলায় তামাকচাষ নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করতে পারে।</p> <p>পার্বত্য জেলাসমূহ পর্যটকদের জন্যও একটি আকর্ষণীয় স্থান। তামাকচাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যটন শিল্পের বাধা হিসেবে চিহ্নিত করে এসব এলাকায় তামাকচাষ নিষিদ্ধ মর্মে আইন পাশ করা যেতে পারে।</p>
<p><i>Use of subsidized agro-inputs (fertilizer, irrigation, electricity) and croplands for tobacco farming, risk of food shortage</i></p> <p>ভতকিকৃত কৃষিউপকরণ (সার, সেচ, বিদ্যুৎ) ও খাদ্য উৎপাদনের জমি তামাকচাষে ব্যবহার এবং খাদ্য ঘাটতির আশঙ্কা</p>	<p><i>Agriculture Ministry, Food Ministry, Finance Ministry, Ministry for Industries and Commerce Ministry.</i></p> <p>কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়</p>	<p><i>Gradually banning of tobacco farming in the Northern part, Jessore, Kushtia and other important spots after declaring them as Food Production Zone.</i></p> <p><i>Ministries for Industry and Commerce could ban fertilizer production, import and marketing for tobacco cultivation. BCIC could mark words on each fertilizer sacks like 'Not for Tobacco Farming' etc.</i></p> <p><i>Electricity connection could be cut if any public or private irrigation facilities used for tobacco farming. The farming could be banned on BADC irrigation projects.</i></p> <p><i>Export duties for tobacco products should be raised gradually to discourage on production.</i></p> <p>উত্তরবঙ্গ, যশোর, কুষ্টিয়াসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উৎপাদন অঞ্চলসমূহকে খাদ্য উৎপাদন জোন ঘোষণা করে এসব এলাকায় তামাকচাষ নিষিদ্ধ করা/পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনা যেতে পারে।</p> <p>শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তামাকচাষের জন্য সারের উৎপাদন ও আমদানি এবং বিপণন নিষিদ্ধ করতে পারে। বিসিআইসি প্রতিটি সারের বস্তায় লিখে দিতে পারে 'তামাকচাষের জন্য নহে' ইত্যাদি।</p> <p>বিদ্যুৎচালিত সরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন সেচপ্রকল্পে তামাকচাষ হলে বিদ্যুৎ সংযোগ স্থগিত করা যেতে পারে। বিএডিসি পরিচালিত সেচপ্রকল্পে তামাকচাষ নিষিদ্ধ করা যেতে পারে।</p> <p>তামাকজাতীয় পণ্যের রপ্তানি শুল্ক ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে পর্যায়ক্রমে উৎপাদন নিরুৎসাহিত করা যেতে পারে।</p>

Aggression/Damages আগ্রাসন/ক্ষতিসমূহ	Authorities কর্তৃপক্ষসমূহ	Potential policy সম্ভাব্য নীতি কৌশল
<p>Lands fertility reduction, hills, river banks and fallow-lands used for tobacco cultivation</p> <p>ভূমির উর্বরতা নষ্ট, পাহাড়, নদ-নদীর তীরবর্তী সরকারি খাস জমি তামাকচাষে ব্যবহার</p>	<p>Land Ministry, Forest and Environment Ministry, Ministry of Fisheries and Livestock</p> <p>ভূমি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়</p>	<p>Tobacco farming reduces lands fertility. So, to discourage tobacco farming, a set of short and long run polices could be formulated and implemented.</p> <p>তামাকচাষ ভূমির উর্বরতা নষ্ট করে তাই সর্বত্র তামাকচাষ নিরুৎসাহিতকরণের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন পরিকল্পনা ভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।</p>
<p>Health hazards, particularly for women and children</p> <p>স্বাস্থ্য ক্ষতি বিশেষত নারী ও শিশুস্বাস্থ্য</p>	<p>Health and family Welfare Ministry, Ministry of Women and Children Affairs</p> <p>স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়</p>	<p>Considering the backward, ignored and dependent population, respective Ministries may formulate and implement policies declaring their use in tobacco farming hazardous.</p> <p>অনগ্রসর, অবহেলিত ও নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনা করে তামাকচাষে এদের ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ এ বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারে।</p>
<p>Child labour and child education</p> <p>শিশুশ্রম ও শিশু শিক্ষা</p>	<p>Ministry for Education, Law Ministry, Ministry for Women and Children Affairs</p> <p>শিক্ষা মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়</p>	<p>Ban of child labour in tobacco farming. Cancellation of the GSP by declaring that child labour is prevailing in tobacco farming.</p> <p>তামাকচাষে শিশুশ্রম ব্যবহার নিষিদ্ধ করা। তামাকচাষে শিশুশ্রম ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে ঘোষণা দিয়ে তামাক রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রাপ্ত জিএসপি সুবিধা বাতিল করা যেতে পারে।</p>
<p>Pro-tobacco propaganda and mass confusion (research, CSR and media)</p> <p>তামাক চাষের পক্ষে প্রোপাগান্ডা ও জনমনে বিভ্রান্ত তৈরি (গবেষণা, সিএসআর, মিডিয়া)</p>	<p>Ministry for Information</p> <p>তথ্য মন্ত্রণালয়</p>	<p>All forms of advertisements, confusing research, CSR activities should be banned.</p> <p>তামাক চাষের পক্ষে সবধরনের প্রচারণা, বিভ্রান্তিকর গবেষণা, সিএসআর প্রভৃতি কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা যেতে পারে।</p>
<p>Authenticity of the above aggressions and damage levels (if any)</p> <p>উপরোক্ত আগ্রাসন/ক্ষতির সত্যতা ও মাত্রা এবং অন্যান্য ক্ষতি (যদি থাকে)</p>	<p>Should be identified through research</p> <p>গবেষণার মাধ্যমে নির্ণয় করতে হবে</p>	<p>Decisions should be taken on the research results</p> <p>গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে</p>

তবে এসব নীতি কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দায়ভার শুধু সরকারের উপর চাপালে হবে না। তামাক বিরোধী সংগঠন, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ, তৃণমূল সংগঠনসহ বেসরকারি সংস্থাসমূহকে এসবের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। গবেষণা, সভা-সেমিনার, তথ্যভিত্তিক এডভোকেসি, গণমাধ্যমে

But, only the government cannot formulate or implement the mentioned rules and policies alone. Anti-tobacco organizations, mass media, civil society, root level private organizations should also come forward to solve the problem. Anti-tobacco

তামাকচাষ বিরোধী প্রচার-প্রচারণা, কৃষকদের মধ্যে তামাকবিরোধী মনোভাব তৈরি, বিকল্প ফসল আবাদ ও বাজারজাতকরণের দিকনির্দেশনা প্রভৃতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের যথাযথ নীতি কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করতে হবে।

সতর্কতা

দুর্বল ও অসত্য তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে এডভোকেসি করা যাবে না, সঠিক ও গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করতে হবে। যেমন:

■ বিভিন্ন সময় তামাক চাষের ফলে বন উজাড় হওয়ার বিভ্রান্তমূলক তথ্য উপস্থাপন করতে দেখা যায় যেমন; ধরা যাক ১ মে. টন তামাকপাতা শুকাতে $\frac{1}{2}$ মে. টন কাঠ লাগে, চলতি বছরে ১ লাখ মে. টন তামাক পোড়াতে কাঠ ধ্বংস হয়েছে ৫০ হাজার মে. টন। এরকম সরল ও অসত্য হিসাব দিয়ে এডভোকেসি করলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ দেশে উৎপাদিত তামাকের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ তামাক শুকাতে কাঠ পোড়াতে হয় না, রোদে/বিশেষ ঘর বানিয়ে শুকানো হয়।

■ তামাকচাষের ফলে কোন এলাকায় নারী নির্যাতন, ধর্ষণ প্রভৃতি বেড়ে গেছে এধরনের বক্তব্য খুব সতর্কতার সাথে দিতে হবে। যেমন: অধিকার নামের একটি মানবাধিকার সংগঠনের তথ্যমতে (২০০৭), বাংলাদেশে সবচেয়ে ধর্ষণ ও এসিড নিক্ষেপ সংঘটিত জেলাগুলো হলো বরিশাল, খুলনা ও সিরাজগঞ্জ। অথচ এসব এলাকায় তামাক চাষ হয় না বললেই চলে।

■ তামাকচাষের ফলে বিভিন্ন প্রজাতির দেশি মাছ বিলুপ্ত হচ্ছে/কমে যাচ্ছে, বিষয়টি বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার দাবি রাখে। তামাকচাষ হয় না এমন এলাকাতেও যদি এসব প্রজাতির মাছের বিলুপ্ত প্রায় অবস্থা বিরাজ করে তাহলে বুঝতে হবে অন্যান্য কারণে এসব ঘটছে।

■ কৃষকদের জন্য তামাকচাষ স্বল্পমেয়াদে আর্থিকভাবে লাভজনক এটা সত্য, তামাকচাষিকে দিয়ে জোর করে উল্টোটা বলানোর দরকার নেই। বরং বিকল্প লাভজনক ফসল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য কৃষকদের গবেষণালব্ধ তথ্যের আলোকে পথ দেখানো এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকলকে (সরকার, দাতা অন্যান্য) রাজি করাতে হবে।

■ অঞ্চলভেদে তামাকচাষের ক্ষয়-ক্ষতির ধরন ও মাত্রায় তারতম্য রয়েছে। ঢালাও ভাবে সারা দেশের জন্য একই ধরনের নীতি কৌশল গ্রহণের দাবিতে এডভোকেসি করা যাবে না।

attitude should be created among the farmers through research, meetings, evidence based advocacy. They should also be inspired on alternative crop cultivation and marketing of their produces through proper policy formulation and implementation.

Cautions

Weak and twisted information cannot be used for advocacy rather research based information should be used, such as:

■ Frequently, confusing information is found that tobacco farming causes deforestation. For instance, one (01) metric ton tobacco leaves baking needs half (0.5) metric ton woods. In the current season, 100,000 metric ton tobacco leaves baking destroyed 50,000 metric ton of woods as fuel. Such simple calculation will certainly jeopardize the ongoing advocacies against tobacco farming because half of the produced tobacco in the country does not need any fuel woods to be baked. Those are mostly dried under sun or heat in a special type of room.

■ Statements like ‘Violence on women has increased for tobacco cultivation’ should carefully be delivered. Barisal, Khulna and Sirajganj is the areas where violence on women take place more than any other district, according to information (2007) of Adhikar, a humanitarian organization. But in these areas, there is almost no tobacco cultivation found.

■ The gradual extinction of domestic fish species demands a scientific study. If the domestic fish species of non tobacco producing area extinct, there are some other causes behind the happening.

■ In the short run, tobacco farming is financially profitable and it is unnecessary to create an opposite scenario using the farmers. Rather they should be directed to alternative crop production and marketing, and the respective all including the donor agencies and the government should be convinced on executing the directives.

■ The level and intensity of damage caused by tobacco cultivation is regionally different. So, advocacy cannot say to adopt the same action plans in general across the country.

এই অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে টোব্যাকো ইন্ডাস্ট্রি ওয়াচবিডি টিম@প্রগ্গা।

This investigative article is prepared by *tobaccoindustrywatchbd* Team@PROGGA.